إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

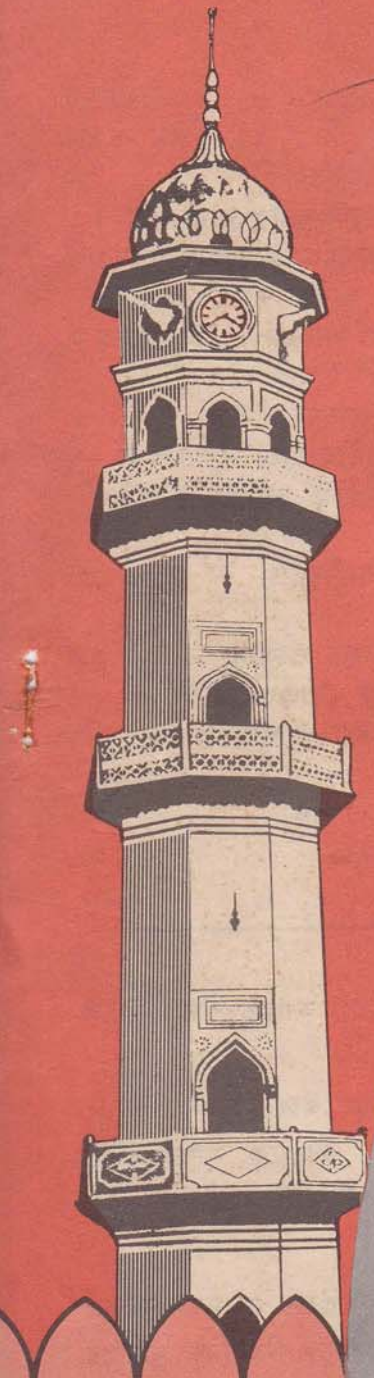

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা

১৮ই জেলকদ, ১৪০৭ হিঃ ॥ ৩০শে আষাঢ় ১৩৯৪ বাংলা ॥ ১৫ই জুলাই ১৯৮৭ইং ॥

বার্ষিক চাঁদাঃ বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' ১৫ই জুলাই ১৯৮৭ ৪১ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা হিজ্‌র ১৪ তম পারা ১ম রুকু	মূল : হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব ও মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক	৩
* অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৫
* জুমু'আর খোৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া	৭
* সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি—২০ :	জনাব মোহাম্মাদ হাবিবুল্লাহ	১৯
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—৩০ :	জনাব মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান	২২
* খতমে নবুওয়্যাত ও আহ্‌মদীয়া জামা'ত :	জনাব মৌঃ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	২৭
* আল্লাহ্‌র রাস্তায় যখন আপনারা দুঃখ পান :	মাওলানা সালেহ আহমদ	৩০
* কবিতা :	জনাব আখতারুজ্জামান	৩১
* সংবাদ :		৩২

আখবারে আহমদীয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে লণ্ডনে কুশলে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ!

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হুযূরের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য এবং গালবায়ে-ইসলামের লক্ষ্যে আল্লাহতা'লা যেন তাঁহার সকল পদক্ষেপে তাঁহাকে সাফল্যমণ্ডিত ও সর্বতোভাবে বিজয়ী করেন তজ্জন্য নিয়মিত সকাতর দো'আ জারী রাখিবেন।

এলান

আহ্‌মদী পত্রিকার গয়র আহ্‌মদী পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে গত মজলিসে শুরায় যে সকল ভ্রাতা-ভগ্নী আহমদী পত্রিকা ক্রয় করিবার জন্য ওয়াদা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে নিজ নিজ ওয়াদার টাকা সত্বর পরিশোধ করিতে এবং পাঠকদের তালিকা প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

—ম্যানেজার আহমদী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

১৫ই জুলাই ১৯৮৭ইং : ১৫ই ওফা ১৩৬৬ হিঃ শামসী : ৩০শে আষাঢ় ১৩৯৪ বাংলা

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আল-নাহ্‌ল—১৬

[ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকূ' আছে]

১৪ তম পারা

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অসীমদাতা, পরম দয়াময়।

২। আল্লাহর আদেশ আসন্ন, অতএব তোমরা উহার জন্য তাড়াতাড়ি করিও না, তিনি পরম পবিত্র এবং তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

৩। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে চাহেন তাহার উপর নিজ আদেশ দ্বারা কালামসহ ফিরিশ্‌তাগণকে নাযিল করেন (এই বলিয়া) যে, 'তোমরা লোকদিগকে সতর্ক কর যে, আমি ব্যতিরেকে কোন মা'ব্‌দ নাই ; অতএব তোমরা একমাত্র আমারই তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর।'

৪। তিনি আসমানসমূহ এবং যমীনকে হক্‌ ও হিকমতের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহারা (তাঁহার সঙ্গে) যাহা শরীক করে তাহা হইতে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।

৫। তিনি ইনসানকে এক নগণ্য শুক্র-বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি দেখ! সে প্রকাশ্য বাকবিতণ্ডাকারী হইয়া দাঁড়ায়।

৬। এবং চতুষ্পদ জন্তু—উহাদিগকেও তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তাপের উপকরণ এবং নানাবিধ ফায়দা নিহিত আছে এবং উহাদের মধ্য হইতে কতককে তোমরা ভক্ষণ করিয়া থাক।

৭। এবং উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রহিয়াছে সৌন্দর্যের উপকরণ ও মনোরম দৃশ্য, তখনও যখন তোমরা উহাদিগকে চারণভূমি হইতে গোধূলি লগ্নে (গৃহে)

লইয়া আস এবং তখনও যখন তোমরা উহাদিগকে প্রভাতে চারণভূমিতে লইয়া যাও।

৮। এবং তাহারা তোমাদের বোঝা বহন করিয়া দূরবর্তী শহর বন্দরে লইয়া যায়, যেখানে তোমরা নিজদিগকে কঠিন ক্লেশে না ফেলিয়া পৌঁছিতে পার না, নিশ্চয় তোমাদের রাব্ব্ অতীব মমতাশীল, পরম দয়াময়।

৯। এবং (তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন) ঘোড়া এবং খচ্চর এবং গাধা, যেন তোমরা ঐ-গুলিতে আরোহণ করিতে পার, এবং শোভা সৌন্দর্যের উপকরণরূপে (ব্যবহার করিতে পার), এবং তিনি আরও (যানবাহন) সৃষ্টি করিবেন যাহা তোমরা (এখন) জান না।

১০। এবং সোজা পথ ধরাইয়া দেওয়াও আল্লাহ্‌র যিম্মায় আছে, এবং উহাদের মধ্যে কতকগুলি বাঁকা পথও আছে; কিন্তু যদি তিনি (বাধ্যবাধকতা করিতে) চাহিতেন তাহা হইলে তিনি তোমাদের সকলকেই হেদায়াত দিতেন। (ক্রমশঃ)

১ম রুকূ'

(হাদিস শরীফের অবশিষ্টাংশ) ৪-এর পাতায় দেখুন

সাল্লাম যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন তাহা তাহাকে সব অবহিত করিলেন। তখন ওয়ারকা তাঁহাকে বলিল, 'ইহাতো সেই রহস্যময় ফিরিশ্‌তা, যাহাকে আল্লাহ মূসার উপর নাযিল করিয়াছিলেন, হায়! আমি যদি তখন শক্তিশালী যুবক হইতাম, হায়! আমি যদি তখন পর্যন্ত জীবিত থাকিতাম যখন তোমার জাতি তোমাকে বাহির করিয়া দিবে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিলেন, "কি তাহারা আমাকে বাহির করিয়া দিবে?" সে বলিল, 'হাঁ, তুমি যাহা কিছু লইয়া আসিয়াছ তদনুরূপ কিছু লইয়া যখনই কোন ব্যক্তি আসিয়াছে তখনই লোক তাহার পরম শত্রু হইয়াছে; আমি যদি তখন পর্যন্ত জীবিত থাকি তাহা হইলে আমি নিশ্চয় তোমার পূর্ণ সাহায্য করিব।' ইহার পর ওয়ারকা অল্প দিন পরেই মারা যান। এবং ওহী কিছু দিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। (সহীহুল বুখারী ১ম-কিতাবু বাদায়েলওহী)

অনুবাদঃ মাওলানা **আবদুল আযীয সাদেক** (সদর মুরুব্বী)

হাদিস শরীফ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ওহী কিরূপে আরম্ভ হইয়াছিল ঃ

১। হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহতা'লা আন্হু মিম্বরে আরোহন করিয়া বলিয়াছেন, 'মানুষের সকল 'আম্‌ল নির্ভর করে নিয়্যত সমূহের উপর; প্রত্যেক ব্যক্তি উহাই পাইবে যাহা সে নিয়্যত করিয়াছে; সুতরাং কোন ব্যক্তির হিজরত যদি পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে অথবা কোন মহিলার উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে যেন সে তাহাকে বিবাহ করিতে পারে তাহা হইলে তাহার হিজরত সেই উদ্দেশ্যেই গণ্য হইবে যাহার জন্য সে হিজরত করিয়াছে।

২। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহতা'লা আন্হা বলিয়াছেন যে, 'একদা হারিস বিন হিশাম জিজ্ঞাসা করিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এবং বলিল, 'হে রাসূলুল্লাহ! আপনার নিকট ওহী কিরূপে আসে'? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলিলেন, 'উহা আমার নিকট কখনও ঘণ্টার ধ্বনির ন্যায় আসে, তখন উহা আমার জন্য অত্যধিক কঠিন হয়, অতঃপর যখন সেই অবস্থা আমার নিকট হইতে অপসারিত হয়, তখন তিনি যাহা বলেন, আমি উহা স্মরণ করিয়া সংরক্ষিত করিয়া লই। এবং কখনও বা ফিরিশ্‌তা আমার নিকট পুরুষের রূপ ধারণ করে এবং আমার সঙ্গে কালাম করে এবং যাহা কিছু বলে আমি উহা স্মরণ করিয়া সংরক্ষিত করিয়া লই।' হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছি, কোন কোন সময় প্রচণ্ড শীতে তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইত এবং যখন সেই অবস্থা তাঁহার নিকট হইতে দূর হইত তখন তাঁহার ললাটদেশ হইতে ঘাম ঝড়িতে থাকিত।

৩। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর প্রথম ওহী যাহা নাযিল হইয়াছিল উহা ছিল নিদ্রাযোগে রো'য়া সালেহা (সত্য স্বপ্ন) তখন যে সকল স্বপ্ন তিনি দেখিতেন সবগুলি প্রভাতের আলোর ন্যায় পরিস্কারভাবে প্রতিফলিত হইত। অতঃপর তিনি নির্জনতা প্রিয় হইয়া গেলেন, এবং প্রায়ই জনগণ হইতে পৃথক হইয়া হিরা নামক গুহায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। উহা হইতে তিনি তাহাম্মুস্‌ অর্থাৎ পরিবারবর্গের নিকট আসার পূর্বে রাত্রির পর রাত্রি 'ইবাদত করিতেন, এবং খাদ্য-সম্ভার লইয়া যাইতেন, যখন খাদ্য-সম্ভার শেষ হইয়া যাইত, তখন তিনি খাদীজার নিকট ফিরিয়া আসিতেন। তিনি তাঁহার জন্য পূর্বের মত খাদ্য-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এইভাবে ইবাদত

করিতে করিতে এক সময়ে তাঁহার নিকট হক্‌ আসিল, তখন তিনি হিরাতেই অবস্থানরত ছিলেন, যখন (ওহীর) ফিরিশ্‌তা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, 'ইক্‌রা'—পড়, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, তখন আমি বলিলাম 'মাআনা বেক্কারিইন'—আমি পড়িতে পারি না, তখন সে আমাকে ধরিল এবং আলিঙ্গণ করিয়া চাপ দিল, এবং আমার উপর পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিল, অতঃপর আমাকে ছাড়িয়া দিল এবং পুনরায় সে বলিল, ইক্‌রা--পড়, আমি বলিলাম, 'মাআনা বেক্কারিইন'—আমি পড়িতে পারি না, তখন সে আবার আমাকে ধরিল এবং দ্বিতীয় বার আলিঙ্গণ করিয়া চাপ দিল, এমন কি সে আমার উপর পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিল, অতঃপর আমাকে ছাড়িয়া দিল এবং বলিল, ইক্‌রা—পড়, তখন আমি বলিলাম,—'মাআনা বেক্কারিইন'—আমি পড়িতে পারি না; তখন সে আমাকে ধরিল এবং তৃতীয় বার আলিঙ্গণ করিয়া চাপ দিল, অতঃপর আমাকে ছাড়িয়া দিল এবং সে বলিল, 'ইক্‌রা বিস্‌মিরাব্বেকাল্লাযী খালাক্বা খালাক্বাল ইনসানা মিন 'আলাক্বিন ইক্‌রা ওয়া রাব্বুকাল আক্‌রামু'—তুমি তোমার রাব্বের নামের সহিত পড়, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ইনসানকে রক্তপিণ্ড হইতে, তুমি পড়, বস্তুতঃ তোমার রাব্ব্‌ অতি সম্মানের অধিকারী।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া সাল্লাম উহা (আয়াত সমূহ) লইয়া (বাড়ী) ফিরিলেন এমতাবস্থায় যে তাঁহার হৃদয় কাঁপিতেছিল এবং তিনি খাদীজা বিন্‌ত খুওয়ায়লিদের নিকট পৌঁছিলেন এবং বলিলেন আমাকে চাদরে ঢাকিয়া দাও, আমাকে চাদরে ঢাকিয়া দাও, তখন তাহারা তাঁহাকে চাদরে ঢাকিয়া দিল, এমন কি তাঁহা হইতে ভয় দূর হইয়া গেল। তখন তিনি খাদীজার সঙ্গে আলাপ করিলেন এবং সকল খবরাখবর উল্লেখ করিয়া বলিলেন 'আমি আমার জীবন নাশের আশঙ্কা করিতেছি।' তখন খাদীজা বলিল 'কাল্লাওল্লাহে লা ইউখ্‌যিকাল্লাহো আবাদান্‌, ইন্নাকা লা'তাসিলুর্‌রাহিমা ওয়া তাহ্‌মিলুল্‌ কাল্লা ওয়া তাক্‌সিবুলমা'দূমা ওয়া তাকরিস্‌যায়ফা ওয়া তুঈনুআলা নাওয়ায়েবেল্‌ হাক্‌কে—কখনও নহে, আল্লাহ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করিবেন না, আপনি আত্মীয়তা স্থাপন করেন, বোঝায় আক্রান্ত ব্যক্তির বোঝা বহণ করেন, নিঃস্ব-নিঃসম্বল মানুষের জন্য উপার্জন করেন (অথবা বিলুপ্ত চারিত্রিক গুণাবলীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন), অতিথির আতিথেয়তা করেন, সত্যের জন্য আগত বিপদসমূহে আপনি লোকের সাহায্য করেন।' অতঃপর খাদীজা তাঁহাকে লইয়া তাহার চাচাতো ভাই ওয়ারক্বা বিন নওফল বিন আসদ বিন আবদুল উয্‌যার নিকট তাঁহাকে উপস্থিত করিল। এই ব্যক্তি অন্ধযুগে খৃষ্টান ছিল এবং হিব্রু ভাষা জানিত, হিব্রু ভাষায় ইঞ্জিল লিখিত, যতটুকু আল্লাহ তাহাকে তৌফিক দান করিয়া ছিলেন। বয়স তাহার অনেক ছিল যাহার দরুন সে অন্ধ হইয়া গিয়াছিল। খাদীজা তাহাকে বলিল, 'হে চাচার পুত্র! তুমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুন? সে তাঁহাকে বলিল, 'হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কি দেখিয়াছ'? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হে ওয়া

(অবশিষ্টাংশ ২-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

"এখন আমি যে জুলুমের বিবরণ দিব তাহা এইরূপ একটি মর্মান্তিক ঘটনা, যাহা হৃদয়কে নাড়াইয়া দেয় এবং দেহকে প্রকম্পিত করিয়া তোলে"

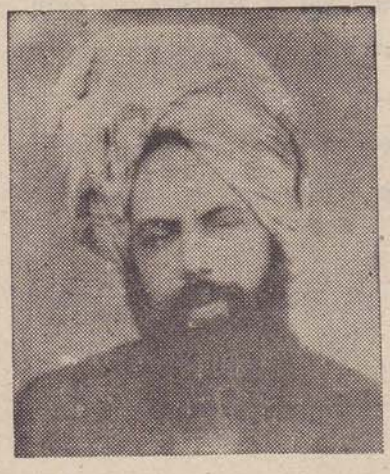

"এই যুগে যদিও আকাশের নীচে সর্ব **প্রকারের জুলুম** অনুষ্ঠিত হইতেছে, তথাপি এখন আমি যে জুলুমের বিবরণ দিব তাহা এইরূপ একটি মর্মান্তিক ঘটনা, যাহা হৃদয়কে নাড়াইয়া দেয় এবং দেহকে প্রকম্পিত করিয়া তোলে।

এই ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়ার পূর্বে ইহা বর্ণনা করা প্রয়োজন যে, খোদাতায়ালা বর্তমান অবস্থা অবলোকন করিয়া এবং পৃথিবীকে সর্ব প্রকারের দুষ্কর্ম, পাপাচার ও গোমরাহীতে পরিপূর্ণ দেখিয়া আমাকে সত্য প্রচারার্থে ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে মনোনীত করিয়াছেন। এই যুগও এইরূপ ছিল যে, পৃথিবীর মানুষ হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ করিয়া চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে পৌঁছিয়া গিয়াছিল। তখন আমি এই আদেশের অনুবর্তীতায় জনগণকে লিখিত বিজ্ঞাপন ও বক্তৃতার মাধ্যমে এই আহ্বান জানাইতে আরম্ভ করিলাম যে, এই শতাব্দীর শিরোভাগে খোদার তরফ হইতে ধর্ম সংস্কারের নিমিত্তে যাঁহার আগমন করার কথা ছিল, আমিই সেই ব্যক্তি ; যাহাতে ঐ ঈমান—যাহা পৃথিবী হইতে উঠিয়া গিয়াছে উহাকে পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করি এবং খোদার নিকট হইতে শক্তি লাভ করিয়া তাঁহারই হস্তের আকর্ষণে জগতবাসীকে পুণ্যকর্ম, খোদা-ভীতি ও ন্যায়-পরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট করি এবং তাহাদের বিশ্বাসগত ও আমল সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তি সমূহ দূরীভূত করি।

অতঃপর, যখন কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল তখন খোদা ওহির মাধ্যমে সুস্পষ্টরূপে আমার নিকট প্রকাশ করিলেন যে, ঐ মসীহ যিনি আদি হইতে এই উম্মতের জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং ঐ শেষ মাহদী যিনি ইসলামের পতনের যুগে এবং গোমরাহী বিস্তার লাভ করার যুগে সরাসরি খোদার নিকট হইতে হেদায়াতপ্রাপ্ত হইবেন এবং ঐ ঐশী খাদ্য-সম্ভার নবরূপে মানবজাতির নিকট যিনি উপস্থাপন করিবেন, তিনি খোদার বিধান অনুযায়ী নিযুক্ত হইয়াছেন। আজ হইতে তেরশত বৎসর পূর্বে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম

যাঁহার শুভ সংবাদ দান করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি আমিই। এই ব্যাপারে আল্লাহর বাক্যালাপ ও রহমান খোদার সম্ভাষণ এত সুস্পষ্টরূপে ও অজস্র ধারায় অবতীর্ণ হইয়াছে যে, ইহাতে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশ নাই। প্রত্যেকটি ঐশী বাণী লৌহ-শলাকার ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইতেছিল এবং এই সকল ঐশী বাক্যালাপ এইরূপ মহান ভবিষ্যৎ বাণীতে পরিপূর্ণ ছিল যে, এইগুলি দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হইতেছিল। ইহাদের ধারাবাহিকতা, বিপুলতা ও অলৌকিক শক্তির নিদর্শন আমাকে এই কথা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে যে, এইগুলি ঐ এক ও অদ্বিতীয় খোদার কালাম, যাঁহার কালাম কুরআন শরীফ। এ স্থলে আমি তৌরাত ও ইঞ্জিলের নাম লইতেছি না। তৌরাত ও ইঞ্জিল বিকৃতি সৃষ্টিকারীদের হস্তে এতখানি বিকৃত হইয়াছে যে এখন এইগুলিকে খোদার কালাম বলা যায় না। মোট কথা, খোদার ঐ ওহি যাহা আমার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা এইরূপ প্রত্যয় পূর্ণ ও সুনিশ্চিত যে, ইহার মাধ্যমে আমি নিজ খোদাকে লাভ করিয়াছি। এই ওহি না কেবল মাত্র ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে 'হক্কুল এ'কীন' (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ নিশ্চিত বিশ্বাস) এর মর্যাদায় পৌছিয়াছে, বরং ইহার প্রতিটি অংশ যখন খোদাতায়ালার কালাম কুরআন শরীফের সহিত যাচাই করিয়া দেখা হইল, তখন ইহা কুরআন শরীফ অনুযায়ী সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল এবং ইহার সত্যায়ণের জন্য স্বর্গীয় নিদর্শন বারিধারার ন্যায় বর্ষিত হইয়াছে।" (ক্রমশঃ)

অনুবাদ—নাজির আহমদ ভূঁইয়া

ইউনাইটেড চা মানেই ভাল চা

ইউনাইটেড টি কোং

ইউনাইটেড চা স্বাদে, গন্ধে ও তৃপ্তিতে অতুলনীয়

বাগানের সেরা চায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠান

৩০১, মুগদাপাড়া, দক্ষিণ ঢাকা-১৪

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত]

মুসলমানদের উপর যখনই কোন বিপদ নামিয়া আসিয়াছে, তখন আহমদীয়া জামাতের সদস্যরাই প্রথম সারিতে থাকিয়া জেহাদ করিয়াছে।

আহমদীয়া জামাত পূর্বেও মোকাবেলার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হইতে-ছিল এবং ভবিষ্যতেও সর্বদা ইসলামকে রক্ষা করার জন্য সকলের চাইতে অধিক অগ্রসর হইয়া কুরবানী করিবে।

ইহাই হইল আহমদীয়া জামাতের ভূমিকা। বিগত দিনেও ইহাই ছিল তাহাদের ভূমিকা এবং অনাগত দিনেও তাহাদের ভূমিকা ইহাই থাকিবে।

তোমরা আমাদের সহিত যত দুশমনী করার আছে করিয়া লও এবং যত অকৃত-জ্ঞতার প্রমাণ দিতে চাও দিতে থাক। কাল তোমাদের উপর যে বিপদ আপতিত হইবে, তখন তোমাদের দিকে নিক্ষিপ্ত সকল তীর আহমদীয়া জামাত নিজেদের বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবে।

তাশাহুদ, তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরা সাফের ৮ নম্বর হইতে ১০ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন।

ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام ط
والله لا يهدى القوم الظلمين - يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم ط
والله متم نوره ولو كره الكفرون - هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون —

(অর্থাৎ—এবং তাহার চাইতে অধিক জালেম কে হইতে পারে, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, যদিও তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। এবং আল্লাহ জালেমদিগকে কখনো হেদায়াত দান করেন না। তাহারা আল্লাহর নূরকে ফুঁৎকারে নিভাইয়া দিতে চাহে! কিন্তু আল্লাহ তাঁহার নূরকে পূর্ণ করিয়া ছাড়িবেন, কাফেররা ইহাকে যতই অপছন্দ করুক না কেন। তিনিই হইলেন খোদা, যিনি নিজের রাসূলকে হেদায়াত সহকারে এবং সত্য ধর্ম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, মুশরেকরা উহাকে যতই অপছন্দ করুক না কেন।"—অনুবাদক)

হুযুর আকদাস (আইঃ) অতঃপর বলেন ঃ

কল্পিত শ্বেত-পত্রের অপূর্ব মিথ্যা অপবাদ

পাকিস্তান সরকারের পক্ষ হইতে প্রকাশিত শ্বেতপত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। ইহাতে একটি এই অপবাদও বার বার করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে যে, নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক আহমদীয়া জামাত ইসলামেরও দুশমন, দেশ ও জাতিরও দুশমন এবং তাহাদের বিশ্বাস ঘাতকতা দেশ, জাতি ও ধর্মের জন্য খুব মারাত্মক বিপদের কারণ। তাহারা কেবল মাত্র ইসলামের জন্যই বিপদের কারণ নহে, বরং সমগ্র মিল্লাতে ইসলামীয়া ও মুসলমান দেশগুলির জন্যও বিপদের কারণ। এই বক্তব্যের পক্ষে এই যুক্তি উপস্থাপন করা হইয়াছে যে, যেহেতু তাহারা (অর্থাৎ পাকিস্তান সরকার) মনে করে আহমদীয়া জামাত ইসলামী দেশ সমূহে বিস্তার লাভ করিতে পারে না, সেহেতু সকল মুসলমান দেশ যাহাতে ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া অনৈসলামিক শক্তিগুলির হাতে চলিয়া যায়, এই প্রচেষ্টাই অনিবার্যভাবে আহমদীরা করিয়া থাকে।

প্রথম সারির মুজাহিদ বৃন্দ

এই মিথ্যা অপবাদের ঐতিহাসিক দলিল প্রমাণের ব্যাপারে ইহাই বলিতে হয় যে, ইহা একটি ব্যাপক বিষয়বস্তু। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। কেবলমাত্র এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইতেছে যে, ইসলামের উপর বা মুসলমানদের উপর যখনই কোন বিপদ আপতিত হইয়াছে তখন কি আহমদীয়া জামাতের সদস্যরা প্রথম সারিতে থাকিয়া জেহাদ করিয়াছিল, না কি আহমদীয়া জামাতের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীরা জেহাদ করিয়াছিল? এই বিষয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন পাতা হইতে কিছু নির্বাচিত ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী উপস্থাপন করিতেছি।

জগতবাসীকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্য আহ্বান ঃ

মুসলমান দেশগুলিতে আহমদীরা বিস্তার লাভ করিতে পারে না, এই জন্য তাহারা এই দেশগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিতে চায়—ইহা একটি অদ্ভুত যুক্তি। ইহা সরাসরিভাবে মিথ্যা অনুমানের উপর দাঁড় করানো হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে মারাত্মক স্ব-বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলিম দেশগুলিতে জামাত উন্নতি করিতে পারে না। এই জন্য জামাত

বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়া এই সকল দেশকে ধ্বংস করিতে চায়—এই অনুমানটিকে যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া নেওয়া হয়, তাহা হইলে স্বভাবিকভাবে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, যেহেতু পাকিস্তানে জামাত উন্নতি করিয়াছে, সেহেতু জামাতের তরফ হইতে পাকিস্তানের জন্য কোন বিপদ আসা উচিত নয়। তাহা হইলে তোমরা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে যে দোষারোপ করিতেছ যে, তাহারা পাকিস্তানের উপর আঘাত হানিতেছে, ইহার বৈধতা কি? বস্তুতঃ তথাকথিত শরীয়তী আদালতেও বিভিন্ন উকিল এই যুক্তি উপস্থাপন করিতে থাকে যে, জামাত তবলীগের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারে না। ১৯৭৪ সনের আন্দোলনেও এবং ইহার পূর্বের আন্দোলনগুলিতেও যে বিষয় লইয়া সবচাইতে অধিক হৈ চৈ করা হইয়াছিল তাহা এই ছিল যে, বাধা দিয়াও আহমদীদিগকে আটকানো যাইতেছে না। তাহারা সম্প্রসারিত হইয়াই চলিয়াছে। সুতরাং আহমদীয়া জামাতের জন্য কোন দেশের দ্বারা এই বিপদ কিভাবে সৃষ্টি হইয়া গেল যে তাহারা উক্ত দেশে বিস্তার লাভ করিত এবং উন্নতি সাধন করিতে পারিবে না? তাহা হইলে তোমরা ফয়সালা কর যে পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র নহে। এই জন্য আহমদীয়া জামাত এই দেশে সম্প্রসারিত হইতেছে। যদি ইহা ইসলামী রাষ্ট্র না হয়, তাহা হইলে তোমরা ইসলামের রক্ষাকর্তা ও দাবীদাররূপে কোথা হইতে পয়দা হইয়া গেলে? ইহার সহিত তোমাদের কোন সম্পর্কই নাই। ইহা অমুসলিম দেশ। ইহাতে যাহা কিছু হইতেছে, হইতে থাকুক। ইহাতে তোমাদের কি যায় আসে? কিন্তু যদি ইহা ইসলামী রাষ্ট্র হয় এবং যেহেতু ইসলামের নামে এই দেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই দিক হইতে অনিবার্যরূপে ইহা ইসলামী রাষ্ট্র। তাহা হইলে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে যে দেশে বিপুল সংখ্যায় সকল শ্রেণীতে আহমদীয়া জামাত বিস্তার লাভ করিতেছে, ঐ দেশে অর্থাৎ পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতের জন্য কি আশংকা থাকিতে পারে যে তাহারা তথায় উন্নতি করিতে পারিবে না? সুতরাং তোমাদের কি যৌক্তিকতা থাকিল যে, আহমদীয়া জামাত মুসলিম দেশ সমূহে উন্নতি করিতে পারে না, এই জন্য তাহারা এই সকল দেশকে ধ্বংস করিয়া দিতে চায়?

এখন আমি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিতেছি। জগদ্বাসীর ঠাণ্ডা মাথায় এইগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। এই সকল ঘটনা ইতিহাসের পাতায় একেবারে এইরূপ কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, ঐগুলিকে আজ মুছিয়া ফেলা যায় না। যুগের কলম যখন ঘটনাবলী লিখিয়া ফেলে তখন পৃথিবীর কোন শক্তি পিছনে ফিরিয়া গিয়া ঐ কলমের লেখা মুছিয়া ফেলিতে পারে না। এখন ইহারা সমগ্র বিশ্বে যত পারে হৈ চৈ করুক, নূতন ইতিহাস তৈরী করার যত প্রচেষ্টা করিতে চাহে করুক। কিন্তু যে সকল ঘটনা ভূপৃষ্ঠে একবার ঘটিয়া গিয়াছে, এখন কোন হাত ঐ সকল ঘটনাকে মুছিয়া ফেলিতে পারে না। যেহেতু ইতিহাস খুবই দীর্ঘ এবং ইহাকে সংক্ষিপ্ত করার প্রচেষ্টা করা হইলেও আমি মনে করি যে, এই বিষয়টি অত্যন্ত সুদীর্ঘ হইয়া যাইবে, সেহেতু এমন

হইতে পারে যে আগামী খোৎবাতেও এই বিষয়টিকে জারি রাখিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ তৃতীয় খোৎবাতেও ইহা জারি থাকিবে। অতএব, যদি কোন খোৎবা এই কারণে দীর্ঘ হইয়াও যায়, তথাপি আশা করিব যে বন্ধুগণ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবেন। কেননা এখন জামাতের স্থিতি ও ইহার কল্যাণের জন্য ইহা অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে আমাদিগকে খুবই বিস্তারিত ভাবে আপত্তিকারীদিগকে ফলপ্রসূ উত্তর প্রদান করিতে হইবে এবং এইভাবে উত্তর প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের জনসাধারণও ইহা বুঝিতে পারে এবং তাহাদের নিকট ইহা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হইয়া যায় যে, কে মিথ্যাবাদী এবং কে সত্যবাদী।

খেলাফত আন্দোলনের বিপদাবলী হইতে বাঁচার পরামর্শঃ

আমি বন্ধুগণকে খেলাফত আন্দোলনের (Khilafat movement) দিকে লইয়া যাইতেছি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তনই সংঘটিত হয় নাই, বরং কোন কোন বড়ই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন তুরস্কে সংঘটিত হইয়াছিল। তুরস্ক প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের সহিত মিলিত হইয়া মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হইল। মিত্রপক্ষ জয়লাভ করিল এবং তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদকে পদচ্যুত করা হইল। অতঃপর সেখানে একটি মারাত্মক বিপ্লব সংঘটিত হইল। ইহার ফলশ্রুতিতে কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতায় আসীন হইলেন। এইভাবে তুরস্কের রাজতন্ত্র, যাহা খেলাফতের নামে চলিতেছিল, উহার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল। তখন ভারতের মুসলমানরা খেলাফতকে জীবিত করার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল। এই আন্দোলন মূলতঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিল। যেহেতু তাহারা মুসলিম খেলাফতের সমাপ্তি ঘটাইয়াছিল, সেহেতু মুসলমানদের, বিশেষভাবে ভারতের মুসলমানদের, ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা উচিত। কিন্তু এই জেহাদের আওয়াজ আরবের কোন দেশ হইতে উঠে নাই। ভারতবর্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিদল তুরস্কে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই দলটি মুসলমান আলেম ও কোন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছিল। প্রতিনিধি দলটি কামাল আতাতুর্কের সহিত সাক্ষাত করিল এবং তাঁহার নিকট খেলাফতের প্রস্তাব করিল এবং বলিল যে, আমরা আপনার সহিত রহিয়াছি। কামাল আতাতুর্ক খুব অবাক হইয়া তাহাদের কথা শুনিলেন এবং এই প্রস্তাবকে এই বলিয়া নাকচ করিয়া দিলেন যে, তোমরা কি কথা লইয়া আমার নিকট আসিয়াছ? আমি অতি কষ্টে তুরস্ককে এই সকল বাজে ও বাসী-পচা ধ্যান-ধারণা হইতে মুক্ত করিয়াছি এবং ইহার অনাবশ্যকভাবে বিস্তৃত সীমান্তকে সংহত করিয়া, দেশকে ভিতর ও বাহিরের দিক হইতে সুরক্ষিত করিয়াছি। তোমরা এখন কোন্ ধারণায় এবং কিরূপ চিন্তা-ভাবনা লইয়া আমার নিকট আসিয়াছ? বস্তুতঃ কামাল

আতাতুর্ক এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণরূপে নাকচ করিয়া দিলেন।

ভারতবর্ষে তখন একটি আবেগ ও উত্তেজনা ছিল। কিন্তু তাহারা বিগত দিনের খবরও জানিত না। তাহারা পরিবেশ ও পরিমণ্ডল সম্বন্ধেও কিছু জানিত না যে, কি হইতেছে। বিগত দিনের খবরের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। তাহারা আজিকার খবর সম্বন্ধেও ওয়াকেবহাল নহে। তাহারা অতীত সম্বন্ধেও ওয়াকেবহাল নহে। তাহারা যুগের লিখিত-পাঠ পড়িতে পারে না। এইরূপ আলেমরা খুব তোর জোড়ের সহিত মুসলমানদের মধ্যে একটি প্রচণ্ড আন্দোলন চালাইতেছিল। কিন্তু এই আন্দোলনের লাগাম ছিল হিন্দুদের হাতে।

এই সময় এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র একটি আওয়াজই উঠিয়াছিল এবং তাহা কাদিয়ান (ইহা ভারতের পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলায় অবস্থিত একটি গ্রাম, যেখানে আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম জন্মগ্রহণ করেন। ইহা তখন বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র ছিল— অনুবাদক) হইতে উঠিয়াছিল এই আওয়াজ অত্যন্ত জোরালোভাবে মুসলমানদিগকে বার বার পরামর্শ দিতেছিল যে, "এই আন্দোলনের দ্বারা তোমরা এতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে যে, অতঃপর দীর্ঘকাল ধরিয়া তোমাদিগকে ইহার খেসারত দিতে হইবে। ইহা একটি অর্থহীন আন্দোলন। ইহা একটি কাণ্ড-জ্ঞানহীন আন্দোলন। অতএব তোমরা ইহাতে বিরত হও।" এই সত্য কথার ফল এই দাঁড়াইয়াছিল যে, আহমদীদের উপর কঠোর জুলুম-নির্যাতন করা হইল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে রীতিমত একটি আন্দোলন দানা বাধিয়া উঠিল এবং বড়ই বেদনাদায়ক ঘটনাবলী সংঘটিত হইল। বিভিন্ন স্থানে আহমদীদিগকে বয়কট করা হইল। প্রচণ্ড গরমের দিনগুলিতে তাহাদের পানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। গ্রীষ্মের রাত্রিতে গৃহের বাহিরে শায়িত আহমদীদের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হইতে লাগিল। ঐ যুগে পাখার তেমন প্রচলন ছিল না এবং লোকেরাও তুলনামূলকভাবে গরীব ছিল। বস্তুতঃ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আহমদীদিগকে বদ্ধ গৃহের অভ্যন্তরে ছেলে মেয়ে লইয়া ঘুমাইতে হইত না, ঘুমানোর চেষ্টা করিতে হইত। কেননা এই সকল লোক আহমদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে ছিল এবং বলিতেছিল যে, "তোমরা কেন খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছ? আমরা ইসলামের খেদমত করিতেছি। তোমরা ইহার বিপরীত কিছু করিতেছ। অতএব তোমাদের শাস্তি হইল এই যে, তোমাদের সহিতও ইংরেজদের ন্যায় আচরণ করিতে হইবে এবং তোমাদিগকেও মারপিট করিতে হইবে।" কিন্তু ঐ সময় কাদিয়ান হইতে উত্থিত একক আওয়াজ বার বার মুসলমানদিগকে সতর্ক করিতেছিল যে, তোমরা মারাত্মক ভুল করিতেছ।

মহাত্মা গান্ধীর মস্তিষ্কের আবিষ্কার ঃ

এই অসহযোগ আন্দোলন কি ছিল? (ইহা ভারতের মুসলমানদিগকে অসহযোগ আন্দোলনের জালে জড়াইয়া দিয়াছিল) এই আন্দোলনটি প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর মস্তিষ্কের

আবিষ্কার ছিল। কংগ্রেস যে সকল মোল্লাকে পুরস্কারে ভুষিত করিয়াছিল, তাহাদের মাধ্যমে এই আন্দোলন চালানো হইয়াছিল। অতঃপর ইহা এত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করিল যে, সকল বড় বড় আলেম এবং সকল মুসলমান রাজনৈতিক নেতা ইহার আওতাভুক্ত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসীর মধ্যে কোন পার্থক্য রহিল না। এই আন্দোলনের ব্যাপারে মিষ্টার গান্ধী নিজে যাইয়া মুসলমান আলেমদের নিকট হইতে ফতুয়া লইলেন যে, "দেখ, ইংরেজরা কত জুলুম করিয়াছে। তাহারা খেলাফত ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অতএব হে মুসলমান আলেমরা! এই ব্যাপারে তোমাদের ফতুয়া কি? যদি ইংরেজদের সহিত মোকাবেলা করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে জেহাদ কিভাবে করা যাইতে পারে।" অর্থাৎ একজন হিন্দু নেতা মুসলমানদের জন্য ফতুয়া নিতেছেন। বস্তুতঃ গান্ধীজী যখন মুসলমানদের নিকট ফতুয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তখন শীর্ষস্থানীয় পাচশত আলেম গান্ধীকে এই ফতুয়া দিলেন যে, এখনতো মুসলমানদের জন্য একটি রাস্তাই খোলা রহিয়াছে এবং তাহা হইতেছে এই যে, ইংরেজদের সহিত উঠা বসা ও লেন-দেন সম্পুর্ণরূপে বর্জন করিতে হইবে এবং নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগকে কোন ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে এবং অতঃপর সেস্থান হইতে আক্রমণ করিয়া সগৌরবে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে এবং ইংরেজদিগকে মারিতে মারিতে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে।

অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি

মোদ্দা কথা, এই ফতুয়ার উপর ভিত্তি করিয়াই অসহযোগ আন্দোলন চালানো হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই আন্দোলনকে সফল করার জন্য উৎসাহ ও উত্তেজনা এই পর্যায়ে গিয়া পৌছিল যে, ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মুসলমানরা মরিতে ও মারিতে প্রস্তুত হইয়া গেল। এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়া মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক তাঁহার "সেরগুজাস্ত" নামক পুস্তকে নিম্নোক্ত কথাগুলি লিখেন। ইহা ছিল তাহার নিজ চোখে দেখা অবস্থা। তিনি বলেন :--

"ঐ রাত্রে কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলে 'খেলাফত কনফারেন্সের' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। এখন স্মরণ করিতে পারিতেছি না যে, এই সম্মেলনের সভাপতি কি গান্ধীজী ছিলেন, নাকি মৌলানা মোহাম্মদ আলী ছিলেন। যাহাহউক সকল নেতাই ইহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষ্টেজে গান্ধীজী, শ্রীমতি তিলক, এ্যানী বসন্ত, জয়কর, কৈলকর, মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, জাফর আলী খান, সৈয়দ হোসেন, মৌলানা আবদুল বারী, মৌলানা ফাখরে আলা আবাদী, মৌলানা হছরত মোহানী এবং আরো অনেক গণ্য মান্য নেতা উপবিষ্ট ছিলেন। মৌলানা মোহাম্মদ আলী প্রথমে ইংরেজীতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন আমি কিছুক্ষণ ইংরেজীতে বক্তৃতা করিব। কেননা ইহাতে যে সকল দেশীয় নেতা উর্দু বুঝে না তাহারা খেলাফতের ব্যাপারে মুসলমানদের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করিতে পারিবেন। অতঃপর আমি উর্দুতে বক্তৃতা করিব। মৌলানার বক্তৃতা ছিল অতুলনীয়। কেবলমাত্র ভাষা ও বাচন-

ভঙ্গীর মানের দিক হইতেই নয়, বরং মর্মের দিক হইতেও সম্পূর্ণ বিষয়টির উপর তাহার পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। তাঁহার আবেগ ও উচ্ছাসের মাত্রা একটি বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, "এখন দেশ হইতে হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়া ছাড়া আমাদের জন্য আর কোন ধর্মীয় রাস্তা খোলা নাই।"

মহাত্মা গান্ধীই এই শরীয়তী ফতুয়া মুসলমানদের জন্য বাহির করিয়াছিলেন। মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক সাহেব বলেন যে, মৌলানা মোহাম্মদ আলী তাহার বক্তৃতায় বলেন :—

"এখন দেশ হইতে হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়া ছাড়া আমাদের জন্য আর কোন ধর্মীয় রাস্তা খোলা নাই। সুতরাং আমরা এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব এবং বাড়ীঘর, আমাদের মসজিদগুলি (মসজিদগুলি শব্দটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য—গ্রন্থকার), এবং আমাদের বুজুর্গগণের মাজার ইত্যাদি সবকিছু আমানতরূপে আমাদের হিন্দু ভাইদের নিকট সঁপিয়া যাইব। অতঃপর আমরা বিজয়ীর বেশে এই দেশে প্রবেশ করিয়া ইংরেজ-দিগকে বিতাড়িত করিব এবং আমাদের আমানত আমাদের হিন্দু ভাইদের নিকট হইতে ফিরাইয়া নিব। আমি বিশ্বাস রাখি যে, যে হিন্দু ভাইদের সহিত আমরা এক হাজার বৎসর ধরিয়া একসঙ্গে বসবাস করিয়া আসিতেছি, তাহারা আমাদের এতটুকু খেদমত করা হইতে মুখ ফিরাইয়া নিবে না।" (পৃষ্ঠা ১০৭)।

কাণ্ডজ্ঞানহীন কথা :

এই "হিন্দু ভাই" কথাটিও খুবই মজাদার একটি বচন। ইহা পূর্বেও ব্যবহার করা হইয়াছে এবং বর্তমানেও ইহা পাকিস্তানে ব্যবহার করা হইতেছে। আহমদীরা ভাই নহে। কিন্তু হিন্দু ও খৃষ্টানরা হইল ভাই। তাহা কেনই বা হইবে না? "এক হাজার বৎসর ধরিয়া একসঙ্গে বসবাস করিয়া আসিতেছে।"

মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক সাহেব লিখেন :—

"তাঁহার পরে বংশীধর পাঠক নামে বেরেলবীর এক ব্যক্তি দাঁড়াইলেন। তাহার বক্তৃতা অত্যন্ত ভাবাবেগপূর্ণ এবং খুবই মজাদার ছিল। তিনি মৌলানা মোহাম্মদ আলীর উপর টেক্কা মারিয়া বলিলেন যে, যদি মুসলমান ভাইরা তাহাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী এই দেশ হইতে হিজরত করিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে হিন্দুরাও এখানে থাকিয়া কি করিবে? (কত হৃদয় বিদারক কথা!) যদি মুসলমানেরা চলিয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দু জাতিও হিজরতে মুসলমানদের সঙ্গী হইবে এবং আমরা পরস্পর ভাই ভাই হইয়া এই দেশকে বিরানভূমিতে পরিণত করিয়া দিব, যাহাতে ইংরেজরা এই বিরানভূমিতে ভীত হইয়া পালাইয়া যায়।" (সের গুজাস্ত, পৃষ্ঠা ১০৮)

মৌলানা সালেক সাহেব লিখেন :—

"ইহা কিরূপ কাণ্ড-জ্ঞানহীন কথা! কিন্তু আবেগের দুনিয়াতো তুলনাবিহীন হইয়া থাকে। ঐ সময় সম্মেলনের এই অবস্থা ছিল যে, কোন কোন লোক ডুকরিয়া কাঁদিতেছিল এবং 'খেলাফত কনফারেন্স' একটি শোকের আসরে পরিণত হইয়াছিল।" (সের গুজাস্ত, পৃষ্ঠা ১১১)

মুসলমানদের সম্মেলনে গান্ধীজীর সাদর সম্বর্ধনা ঃ

ঐ সময় গান্ধীজী কেবলমাত্র হিন্দুদের নিকটই নয়, মুসলমানদের নিকটও মহাত্মায় পরিণত হইয়াছিলেন এবং ইসলামের সহিত সম্পর্কিত বিষয়াবলী বিবেচনার জন্য তাহার নিকট উপস্থাপন করা হইত। বস্তুতঃ মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক সাহেব তাহার উপরোক্ত পুস্তকে লিখেন ঃ—

"সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে গান্ধীজী 'জমিদার' পত্রিকা অফিসে আগমন করেন। তিনি কয়েকজন খেলাফতী নেতার সহিত আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং আমি ও হাবিব উল্লাহ খান মোহাজের শহীদদের বিষয় সম্পর্কিত কাগজ পত্রাদি লইয়া গান্ধীজীর নাকের ডগায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। কোন প্রকারে যখন তিনি অবসর হইলেন, তখন আমি সকল বিষয় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম।" (সের গুজাস্ত, পৃষ্ঠা ১২৪)

অর্থাৎ- মুসলমান শহীদগণের কাগজ পত্রাদি গান্ধীজীর দরবারে দাখিল করা হইতেছে। মৌলানা সালেক লিখেন ঃ

"ইতিমধ্যে সম্মেলনে যোগদানকারী হাজার হাজার লোক প্রতিক্ষার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া 'জমিদার' পত্রিকার সম্মুখস্থ রাস্তায় সমবেত হইল (জমিদার পত্রিকা অফিস তখন আহরারদের কেন্দ্র ছিল এবং আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধাচরণের আড্ডাখানা ছিল। মৌলানা সালেক লিখেন যে, লোকেরা 'জমিদার' পত্রিকার সম্মুখস্থ রাস্তায় আসিয়া জড় হইল এবং গগণ-বিদারী ধ্বনি দিতে আরম্ভ করিল, 'মহাত্মা গান্ধীর জয়', 'হিন্দুস্থানের জয়', 'হিন্দু মুসলমানের জয়, "বন্দে মাতরম" 'আল্লাহ আকবর,' 'সতসরী আকাল,।" (ইহা শিখদের প্রচলিত ধ্বনি— অনুবাদক)।

মুসলমানদের আবেগ-উচ্ছাসের অবস্থা ঃ

এই সকল লোকের স্বভাব ও আচরণ সদা সর্বদাই এইরূপ। আজ আহমদীদের মসজিদ ও বাড়ী, ঘর-দুয়ারে 'কলেমা তৈয়ব' খচিত দেখিয়া বেদনায় ইহাদের বুকরিয়া কান্না আসে এবং আত্মাভিমানে ইহাদের জান ফাটিয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, ইহাদের মজি মেজাজই অদ্ভুত। আহমদীরা যখন নিজেদের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের জয়ের ধ্বনি দেয়, তখন এই সকল লোক আহমদীদিগকে হাজার রকমের খোঁটা দিতে আরম্ভ করে এবং আমাদের বক্ষে অংকিত 'কলেমা তৈয়ব' তাহাদিগকে পীড়া দেয়। কিন্তু ইহাতে খোদার তওহীদের যে ঘোষণা করা হয়, তাহাতে হযরত আকদাস মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যতা ঘোষণা করা হয়। যাহা হউক, গান্ধীজী মহারাজের মুসলমানদের সম্মেলনে আগমনে তাহাকে মুসলমানরা যে সাদর সম্বর্ধনা জানাইয়াছিল, উহা বর্ণনা দিতে গিয়া মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক লিখেন ঃ

"অবশেষে গান্ধীজী উঠিলেন ও সম্মেলনে যোগদান করার জন্য রওনা হইলেন। স্বেচ্ছা-সেবকেরা ভীড়ের মধ্যে তাহার জন্য পথ করিয়া দিল। গান্ধীজী যখন সম্মেলন ময়দানে

পৌঁছিলেন তখন আবেগ ও উত্তেজনার সীমা রহিল না। প্রথমে অন্যান্য নেতাগণ বক্তৃতা করেন। অতঃপর গান্ধীজী সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন এবং মৌলানা জাফর আলী খানের গ্রেফতারের প্রতিবাদ করিতে গিয়া এমন কথা বলিলেন, যাহা বন্ধু বান্ধবদের মাহফিলে দীর্ঘ দিন যাবৎ একটি হাসির বস্তু হইয়া রহিয়াছিল (এই কথাটি আমি বাদ দিয়া যাইতেছি)। কয়েক সপ্তাহ পরে গান্ধীজী পুনরায় আগমন করেন। এইবার তাহার সঙ্গে নেতৃবৃন্দের সম্পূর্ণ দলটিই ছিলেন……। শিখেরা মৌলানা আবুল কালামের হস্ত চুম্বন করিতেছিল, হিন্দুরা মৌলানা মোহাম্মদ আলীর চরণ ধূলা নিজেদের চোখে মুখে মাখিতে ছিল। এবং মুসলমানেরা গান্ধীজীকে এইভাবে সাদর সম্বর্ধনা জানাইতেছিল, যেন কোন 'ওলি আল্লাহ' লাহোরকে তাঁহার পদধূলী দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন'।"

(সের গুজাস্ত পৃষ্ঠা-১২৪-১২৫)

এই ব্যাপারটি মুসলমানদের হৃদয়ে যে আবেগ ও উচ্ছাস সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল, উহা খুবই তীব্র ছিল। এই জন্য এই জাহেলী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অপরাধে আহমদীয়া জামাতকে সমগ্র ভারতবর্ষে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। মুসলমানদের আবেগ উচ্ছাসের যে অবস্থা ছিল, উহার চিত্র মৌলানা সালেক সাহেব এই ভাবে তুলিয়া ধরেন ঃ—

সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এই অনুভূতি ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িল যে, এখন ভারত-বর্ষ হইতে হিজরত করা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। কাজেই স্বাধীন এলাকা এবং আফগানিস্থানে চলিয়া যাও এবং সেখানে থাকিয়া ঐ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ কর, যাহা তোমাদিগকে ইংরেজদের উপর বিজয় দান করিবে এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবে। আমীর আমান উল্লাহ খানও ঐ সময় তাঁহার বিভিন্ন বক্তৃতায় বলিতেছিলেন যে, তোমরা চলিয়া আস, আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দান করিব।" (সের গুজাস্ত, পৃষ্ঠা, ১১৫)।

শরীয়তের অবমাননার জন্য আহমদীয়া জামাতের ইমামের কঠোর প্রতিবাদ ঃ

উহা কোন্ আওয়াজ ছিল, যাহা এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছিল এবং মুসলমানদের চোখ খুলিয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল এবং খুব স্পষ্টভাবে বার বার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিল যে, অসহযোগ আন্দোলন সব দিক হইতে ক্ষতিকর এবং অতঃপর মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়াছিল যে ইসলামী শরীয়তের নাম ইহাতে ব্যবহার করিও না। ইহাতে ইসলামেরও অবমাননা হয় এবং রাসূলে ইসলামেরও (সাঃ) অবমাননা হয়। যদি রাজনৈতিক দিক হইতে ইহা ক্ষতিকর নাও হয়, তথাপি এই অবমাননার দরুন তোমরা নিশ্চয় শাস্তি ভোগ করিবে। অতএব তোমরা আমাদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য যে কোন অস্ত্রই ব্যবহার করনা কেন, আমি তোমাদিগকে নিশ্চিতভাবে সত্য কথা বলিয়া ছাড়িব। কেননা মুসলমানদের জন্য আমার যথার্থ সহানুভূতি রহিয়াছে। অসহযোগ

আন্দোলনে বার বার শরীয়ত শব্দটি ব্যবহার করা হইতেছিল এবং মুসলমানদিগকে বার বার এই কথা বলা হইতেছিল যে, ইহা শরীয়তী ফতুয়া। এই জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী রাঃ (ইনি আহমদীয়া জামাতের দ্বিতীয় খলীফা—অনুবাদক) এই উপলক্ষে মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন :--

"মিষ্টার গান্ধীর কথাকে কেন কুরআন করীম সাব্যস্ত করা হইতেছে? ইহার নাম কেন শরীয়ত রাখা হইতেছে? বরং লোকদিগকে এই কথা বল যে, যেহেতু মিষ্টার গান্ধী এইভাবে বলেন সেহেতু তোমাদিগকে এইভাবেই কাজ করিতে হইবে। এই কথা কেন বল যে, ইহা ইসলামী শরীয়তের ফতুয়া?"

তিনি আরো বলেন :—

"যদি অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনকারীরা ইহাকে শরীয়তের কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকে তাহা হইলে ইহাকে ঐভাবে কার্যকর করিতে হইবে যে ভাবে শরীয়ত নির্দেশ দান করে। কিন্তু যদি ইহাকে গান্ধীজীর নির্দেশে সাব্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে জন সাধারণকে কুরআন করীমের নামে ধোকা দিও না এবং ইসলামকে লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিও না!" (তরকে মাওয়ালাত আওর আহকামে ইসলাম, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯)

তিনি আরো বলেন :—

"তোমরা কি দেখিতে পাইতেছ না যে, তোমরা একটি সঠিক পথ ত্যাগ করিয়া কোথায় ঠোকর খাইয়া ফিরিতেছ? প্রথমতঃ সকল আলেম ফাজেলকে বাদ দিয়া একজন অমুসলমানকে তোমরা নেতা বানাইয়াছ। ইসলাম কি এখন এত নীচে নামিয়া গিয়াছে যে, ইহার মান্যকারীদের মধ্যে এইরূপ একজন যোগ্য ব্যক্তিও আর নাই, যিনি নাকি এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সময়ে এই নৌকাকে ঘুর্ণিপাক হইতে বাহির করিতে এবং ইহাকে সফলতার তীরে পৌঁছাইতে পারেন? আল্লাহ্‌তায়ালার মধ্যে কি স্বীয় ধর্মের জন্য এতখানি আত্মাভিমানও আর নাই যে, তিনি এইরূপ বিপদের সময় কোন এইরূপ ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়া দিবেন, যিনি নাকি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শিষ্য এবং তাঁহার (সাঃ) দাসদের মধ্য হইতে হইবেন এবং যিনি এখন মুসলমানদিগকে ঐ রাস্তায় চালাইবেন, যাহা তাহাদিগকে কৃতকার্যতার মঞ্জিলে পৌঁছাইয়া দিবে? হায়! তোমাদের ধৃষ্টতা কোন্ পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে। পূর্বেতো তোমরা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মসীহ নাসেরীর (অর্থাৎ হযরত ঈসা আঃ এর—অনুবাদক) অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিতে; এখন তোমরা তাঁহাকে (সাঃ) মিষ্টার গান্ধীর অনুগ্রহের ঋণে আবদ্ধ করিতেছ।"

তিনি আরো বলেন :—

"হযরত মসীহ নাসেরী (আঃ) তো, যাহা হউক, একজন নবী ছিলেন। এখন যে ব্যক্তিকে তোমরা নিজেদের ধর্মীয় নেতা বানাইয়াছ তিনিতো একজন মোমেনও নন। অতএব মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এই অবমাননার ফল পূর্বের চাইতেও

অধিক কঠোর রূপে তোমরা প্রকাশিত হইতে দেখিবে। যদি তোমরা বিরত না হও, তাহা হইলে এই অপরাধে তোমাদিগকে মিষ্টার গান্ধীজির জাতির গোলামী ইহার চাইতে অধিক করিতে হইবে, যতখানি গোলামী তোমরা বল যে, তোমাদিগকে হযরত মসীহ আলাইহেস সালামের উম্মতের করিতে হইয়াছে।" (পূর্ব সূত্র, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬)

সঠিক পথ প্রদর্শনকারী শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত হইয়াছিল ঃ

নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, ইহা হইল ইসলাম ও মাতৃভূমির বিশ্বাসঘাতক আহমদীয়া জামাতের নেতৃত্বের ভূমিকা। ইহা হইল আহমদীদের নেতার ভূমিকা। ইহার বিপরীত যে সকল লোক ইসলাম ও মাতৃভূমির জন্য সহানুভূতিশীল সাজিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের ভূমিকা ইতিপূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু অধিক কাল পর্যন্ত মুসলমানদের স্বপ্ন টিকিয়া থাকা সম্ভব হইল না। হিজরত হইল। হাজার হাজার সরলপ্রাণ মুসলমান নিজেদের সারা জীবনের পুঁজি খোয়াইয়া ভারতবর্ষ হইতে হিজরত করিল। তাহারা নিজেদের সহায় সম্পত্তি নিজেদের হাতে তাহাদের হিন্দু ভাইদের নিকট সোপর্দ করিয়া গেল। তাহারা মসজিদগুলি বিরান করিয়া গেল। তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়িয়া দিল এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া দিল। এইরূপ বেদনাদায়ক পরিস্থিতি দেখা দিল যে, যাহারা বলিত 'তোমরা ছাড়া আমরা এখানে থাকিয়া কি করিব,' ঐ সময় তাহাদের তাৎক্ষণিক ক্রিয়া কলাপ এইভাবে আত্ম-প্রকাশ করিল যে, একজন মুসলমান চাকুরীতে ইস্তফা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত শূণ্য পদ পূরণের জন্য দশজন হিন্দুর দরখাস্ত আসিয়া হাযির হইয়া যাইত। কোন একজন হিন্দুও মুসলমানের সহিত হিজরত করে নাই। ইহার বিপরীত যে ব্যক্তি তাহাদিগকে সঠিক পথ দেখাইতেছিলেন এবং মুসলমানদের জন্য সত্যিকারের সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুসারীদিগকে মুসলমানদের তরফ হইতে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইতেছিল।

আন্দোলনের ব্যর্থতায় আক্ষেপ প্রকাশ ঃ

ইহা ছিল ঐ সকল আলেমের আন্দোলন এবং তাহাদের নেতৃত্বের ফল, যাহারা একই অসদুদ্দেশ্য লইয়া আজ পাকিস্তানকে কব্‌জা করিয়া বসিয়াছে। যাহা হউক মুসলমানদের চৈতন্যতো আসিল, কিন্তু তাহা বড়ই বিলম্বে আসিল। বস্তুতঃ ঐ সময় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অসহযোগ আন্দোলনে একজন নিবেদিত-প্রাণ নেতা ছিলেন। কংগ্রেসী আলেমদের মধ্যে তাঁহার একটি অতি উচ্চ মর্যাদা ছিল এবং তাঁহার সহিত আহরারী মৌলবীদের একটি গভীর যোগাযোগ ছিল। এই মৌলানা সাহেবই (অর্থাৎ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—অনুবাদক) লিখেন ঃ—

"কর্মিৎকর্মা ব্যক্তিদের জন্য সংকট মুহূর্ত রোজ আসে না। কিন্তু যখন আসে তখন ঐ সময়েই তাহাদের প্রকৃত পরীক্ষা হয়। এইরূপ একটি মুহূর্তই আসিয়াছিল যখন কিনা প্রথম দিকে খেলাফত আন্দোলনের সংবাদ আমাদের মস্তিস্ককে নাড়া দিয়াছিল। ইহাই এই ব্যাপারে পরীক্ষার সময় ছিল যে, আমাদের মেধার কর্মশক্তি কতটুকু সৃষ্টি হইয়াছে? কতটুকু আমরা এই বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছি এবং উপলব্ধি করিয়াছি এবং ইহার গুরুত্ব অনুধাবন করিতে শিখিয়াছি? কতটুকু আমাদের মধ্যে এই শক্তি সৃষ্টি হইয়াছে যে, বন্ধুদের ভুল এবং শত্রুদের হাসি বিদ্রূপে ফাঁসিয়া গিয়া সঠিক কর্মসূচী হইতে বিচ্যুত না

হইয়া যাই। আমাদের মধ্যে যাহারা চিন্তাশীল ও কর্মতৎপর ছিলেন, তাহাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল এবং হৃদয় ও জিহ্বায় লাগাম কষিয়া দেওয়া উচিত ছিল।" (তবর্‌রাকাতে আজাদ মরতবা গোলাম রসুল মেহের, পৃষ্ঠা ২৩৮)

অতঃপর আরো সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তিনি বড়ই আক্ষেপের সঙ্গে বলেন :—

"কিন্তু তাড়াহুড়া ও লাগামহীনতার দরুন বিপদজনক ও প্রতিকারবিহীন আঘাত আসিতে পারে। এই ব্যাপারে এক ফরাসী প্রবাদ বাক্য আছে। প্রবাদ বাক্যটি হইল এই. 'যেগুলি ছোড়া হইয়াছে তাহা অর্ধ-পথ হইতে ফিরিয়া আসিবে না, উহাকে ফিরাইয়া আনার জন্য তোমরা যতই ডাকিয়া পাঠাও না কেন।" আক্ষেপের সহিত বলিতে হয় যে, গুলি ছোড়া হইয়াছে এবং পরীক্ষার ফলের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কোন মোবারকবাদ নাই।" (পূর্ব সূত্র)

ভাবালুতাপূর্ণ আন্দোলনের লজ্জাস্কর পরিণতি ঃ

'মুসলমানানে হিন্দ কি হায়াতে সিয়াসি' (ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক জীবন) নামে একটি পুস্তক আছে। ইহাতে মোহাম্মদ মির্যা দেহলবী সাহেব এই আন্দোলনের ব্যর্থতায় আক্ষেপ করিয়া লিখেন :—

'ইহা হিন্দুদের প্রোগ্রাম ছিল' (বিগত কালে যখন আহমদীয়া জামাত তোমাদিগকে এই কথা বলিতেছিল যে ইহা হিন্দুদের প্রোগ্রাম, তখনতো তোমরা জামাতের ইমামকে নাউযুবিল্লাহ মিন যালেক, শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক বলিতেছিলে। ঐ সময়তো তোমরা এই কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলে না। ঐ সময়তো সত্য কথা বলার দরুন মযলুম আহমদীদিগকে শাস্তি দেওয়া হইতেছিল। কিন্তু ঐ তুফান যখন অতিক্রম করিয়া গেল তখন তোমরাই এই কথা লিখিতে আরম্ভ করিলে যে. ইহাতো হিন্দুদের প্রোগ্রাম ছিল—গ্রন্থকার)।

"হিন্দুরাই ইহার নেতৃত্ব দিয়াছিল। এই আন্দোলনে মুসলমানদের পদমর্যাদা হিন্দুদের এজেন্ট হওয়ার চাইতে অধিক কিছু ছিল না। তাহারা ঐ সময় পর্যন্ত মুসলমানদিগকে কাজে লাগাইয়াছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের প্রয়োজন ছিল এবং ঐ সময় আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিল যখন তাহাদের প্রয়োজন ফুরাইয়া গেল।"

মৌলানা আবদুল মজিদ সালেক তাহার পুস্তক "সের গুজাস্ত"—এ আন্দোলনের পরিণতি সম্বন্ধে এইভাবে বর্ণনা দেন।

"মানবীয় ভাবাবেগ এক অদ্ভুত বস্তু। এই নিষ্ঠাবান ও আবেগপ্রবণ মুসলমানরা কতই না আবেগ উচ্ছাসের সহিত একটি ধর্মীয় নির্দেশ আমল করিতে গিয়া নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করিতেছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরে যখন আমীর আমানুল্লাহ খানের সরকার এই বীর বাহিনীকে আফগানিস্তানে পুনর্বাসিত করিতে অপারগ হইয়া তাহাদিগকে জবাব দিয়াছিল, তখন এই মুজাহিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ভগ্ন-হৃদয়ে চোখের পানি ফেলিতে ফেলিতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিল। অতএব, একটি তাৎক্ষনিক আবেগের উপর ভিত্তি করিয়া যে আন্দোলনটি আরম্ভ হইয়াছিল, উহার পরিণতি হইল অত্যন্ত লজ্জাস্কর।" (সের গুজাস্ত, পৃষ্ঠা ১১৬)। (ক্রমশঃ)

(লণ্ডন হইতে এডিশনাল নাযারত, এশায়াত ও ওকালত-তসনীফ কর্তৃক ১৯৮৫ সনের সেপ্টেম্বরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত)

অনুবাদক : **নাজির আহমদ ভূঁইয়া**

সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি

"অসীর কর্ম আমি মসীতেই সাধিয়াছি।" —'দূররে সমীন'

[সাম্প্রতিক কালে বিশেষ একটি মহল কতিপয় পত্রিকায় আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে 'কাট-ছাঁট' করে উদ্ধৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

অতএব, আমরা সভ্য-জগতের হাতিয়ার 'কলম' হস্তে প্রেরিত সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। আশা করি, পাঠকবর্গ এই পরিচিতি পাঠে লিখনী-সম্রাটের 'ক্ষুরধার লিখনি' ইসলামের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় কতখানি কার্যকরী অবদান রেখেছে তাহা হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হবেন।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—২১)

(৪১) নযমুল হুদা (হেদায়াতের নক্ষত্র) ঃ

হযরত আহমদ (আঃ) মাত্র এক দিবস সময়কালের মধ্যে নযমুল হুদা গ্রন্থটি রচনা সুসম্পন্ন করেন। গ্রন্থটির প্রকাশনা তারিখ হ'ল ২০শে নভেম্বর, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ।

আলোচ্য নযমুল হুদা গ্রন্থটি প্রাথমিকভাবে চারটি ভাষায় প্রকাশ করার ধারণা পোষণ করা হয়। ভাষা চারটি হ'ল—আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজী। গ্রন্থটি মূলতঃ আরবী ভাষায় লিখিত হয় এবং উহার উর্দু অনুবাদকরণও হযরত আহমদ (আঃ) স্বয়ং করেন। ফার্সী ভাষান্তর অপর একজন বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি সম্পন্ন করেন। ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হওয়ার পূর্বেই হযরত আহমদ (আঃ) গ্রন্থটি মুদ্রণালয়ে প্রেরণ জরুরী মনে করায় ইংরেজী অনুবাদ ব্যতিরেকেই নযমুল হুদা গ্রন্থটি আত্মপ্রকাশ করে। হযরত আহমদ (আঃ)-এর তিরোধানের কিছুকাল পর অবশ্য উহার ইংরেজী সংস্করণও প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও কারণ ব্যক্ত করতে হযরত আহমদ (আঃ) অভিমত প্রকাশ করেন যে, ধর্মীয় বিষয়ে মুসলমানগণের ঔদাসীন্য ও ভ্রুক্ষেপহীন নির্লিপ্ততা তাঁকে উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি তাঁর মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবী অস্বীকার-কারী ঐ সকল মুসলমানগণের নিকট দ্ব্যর্থহীন ও সুগভীর প্রত্যয়মুলক যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা স্বীয় দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন করেন এবং আবেগময় ভাষায় তাদিগকে তাঁর দাবীর সত্যতা মেনে নেয়ার আন্তরিক আহ্বান জানান।

অতঃপর হযরত আহমদ (আঃ) নযমুল হুদা গ্রন্থটিতে হযরত খাতামান নাবীঈন (সাঃ)-এর 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমদ' নামদ্বয়ে অন্তর্নিহিত 'জালালী' ও 'জামালী' গুণাবলীর তাৎপর্য ও তত্ত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

উক্ত গ্রন্থে হযরত আহমদ (আঃ) হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর মহান চারিত্রিক সৌন্দর্য, মাধুর্য ও আদর্শের জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা ও উদ্ভাবনমূলক বিশ্লেষণ দ্বারা, উৎকৃষ্টতার মহিমায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সকল নবী অপেক্ষা তাঁর (সাঃ) উজ্জলতম মর্যাদার অধিকারী হওয়ার গৌরবও সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত আহমদ (আঃ)-কে দাঁড় করিয়াছেন এবং খৃষ্টীয় মতবাদের দাজ্জালী ফেৎনার হীন পরিকল্পনা নস্যাৎ করতে তিনি যে আল্লাহতা'লা কর্তৃক মনোনীত ও আদিষ্ট হয়েছেন; আলোচ্যে গ্রন্থে উহা সহজবোধ্য পন্থায় বর্ণিত হয়েছে। ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর সংবাদবহ ভবিষ্যদ্বাণীতে সমৃদ্ধ শত শত ওহী ইলহাম দ্বারা তাঁকে যে দীর্ঘকাল যাবৎ অনুগৃহীত করা হচ্ছে, স্বীয় দাবীর সপক্ষে নযমুল হুদা গ্রন্থে তিনি উহারও উল্লেখ করেন।

একই রমযানে সংঘটিত চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ঘটনাটিকে (উল্লেখ্য যে উক্ত গ্রহণ ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে অত্র গোলার্ধ ও অপর গোলার্ধে হয়েছে) তিনি নিজ দাবীর স্বপক্ষে অন্যতম ঐশী নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করেন। আর্য-পণ্ডিত লেখরামও যে ঐশী নিদর্শন রূপে প্রকাশিত তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, উহারও উল্লেখ তিনি (আঃ) এই গ্রন্থে করেছেন।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহের প্রকাশ—এ সকল ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে পরিণত হয়ে হযরত আহমদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করেছে।

(৪২) রাজ-ই-হাকীকত (সত্যের গুঢ়-তত্ত্ব)

বনি-ইসরাইলীয় নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবনেতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্বলিত হযরত আহমদ (আঃ) রচিত রাজ ই-হাকীকত গ্রন্থটি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে তিনি তাঁর আহুত মোবাহেলা (দো'আ কবুলের যুদ্ধ) এর প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি সবিস্তারে আলোকপাত করেন। মানব-হিতৈষণার আকাঙ্খায় উদ্বেলিত তাঁর অন্তরাত্মার প্রবল আকুতি এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত সত্যের পুনরুদ্ধারে, তিনি মোবাহেলার এই পন্থায় অবতীর্ণ হয়েছেন বলে পাঠকবর্গকে অবহিত করেন। উল্লেখ্য যে, দো'আ কবুলের এই যুদ্ধে পরাজিতের জন্য লাঞ্ছনাপূর্ণ পতন নির্ধারিত থাকে।

মৌলবী মুহাম্মাদ হোসাইন বাটালবী-এর সাথে অনুষ্ঠিত মোবাহেলার নির্দিষ্ট সময়-সীমা ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী পূর্ণ হতে যাচ্ছে বলে; এতদপ্রসঙ্গে হযরত আহমদ (আঃ) উক্ত নির্ধারিত মিয়াদের প্রতি পাঠকগণের মনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অতঃপর তিনি তাঁর জামাতের সদস্যগণকে তাক্‌ওয়া (খোদাভীতি)-এর সাথে জীবন-যাপন করার জোর তাগিদ প্রদান করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের কুরুচীপূর্ণ অশ্লীল শত উস্কানীতেও তারা যেন শ্লীলতার সৌন্দর্যমণ্ডিত ও শান্তিময় পন্থা থেকে বিচ্যুত না হ'ন;

[বাকী অংশ ২৬ পৃঃ দ্রঃ]

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৩১)

ঐশী নিদর্শনাবলী ঃ

এ যাবত আমরা প্রধানতঃ দু'টি বিষয়ে আলোচনা করেছি—(১) পবিত্র কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আখেরী যুগে হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ মওউদ হিসেবে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা এবং (২) তাঁর সংস্কার ও প্রচারমূলক কার্যাবলী। এখন আমরা তাঁর দাবীর সমর্থনে প্রকাশিত কতিপয় ঐশী নিদর্শনাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করবো।

বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ঐশী নিদর্শন সম্পর্কিত নীতিগত দিক সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পবিত্র কুরআনের সূরা জুমু'আয় হযরত রাসূলে আকরাম মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আবির্ভাবের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "ইয়াতলু আলাইহিম আইয়াতিহি" অর্থাৎ তিনি তাহাদের নিকট আল্লাহর নিদর্শনাবলী বর্ণনা করবেন। 'আয়াত' বলতে নিদর্শন ; চিহ্ন, অথবা ছাপ বা দাগকে বুঝায় যদ্বারা কোন ব্যক্তি অথবা বস্তুকে সনাক্ত করা যায় ; এই শব্দটি দ্বারা অলৌকিক বা আশ্চর্যজনক ঘটনাকেও বুঝায় ; এছাড়া এর দ্বারা একটি বাক্য, বাক্যের অংশ বা স্তবককে বুঝায় (আকরাব ও লেন দ্রষ্টব্য) ;

উক্ত সূরায় পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত "ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকুবেহীম" সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা আখেরী যুগে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর 'বুরুজ' বা আধ্যাত্মিক বিকাশক হিসেবে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এবং তাঁর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে ঐশী নিদর্শনাবলী বর্ণনা করা। আল্লাহ্-তায়ালার ফযলে হযরত মির্যা সাহেবের দাবীর সমর্থনে বহু ঐশী নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত চিহ্নাবলী তাঁর আগমনের স্থান ও কাল, তাঁর নাম ও বংশ, তাঁর সংগঠন ও কার্যাবলীর সাক্ষ্য দ্বারা সত্যায়িত হয়েছে (এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি)। অন্যদিকে আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বিভিন্ন গায়েবী (অদৃশ্য) বিষয়ে পূর্বাহ্নে বিশ্ববাসীকে অবহিত করেছেন এবং সেগুলো যথাসময়ে সংঘটিত হয়ে তাঁর দাবীর সত্যতাকে মোহরাঙ্কিত করেছে। এই সম্পর্কে উল্লেখ্য যে গায়েব বা অদৃশ্য সম্পর্কে এবং ঐশী বাণী প্রাপ্তির দাবী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত দুটি মাপকাঠি নিম্নরূপ ঃ—

(ক) সূরা জ্বিন ঃ ২৭—২৮ ঃ

"আলেমুল গায়েবে ফালা ইয়াজহেরু আলা গায়বিহি আহাদা ইল্লা মানির তাজা মির রাসুলিন।" অর্থ ঃ—"আল্লাহ অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। ফলতঃ তিনি গুপ্ত বিষয়াবলী সম্পর্কে কাহারও নিকট প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করেন না—সেই ব্যক্তি ব্যতীত যাহাকে তিনি রাসূল হিসাবে মনোনীত করেন।"

(খ) সূরা হাক্কা ঃ ৪৫—৪৮ ঃ

"ওয়া লাও তাকাওয়ালা আলায়না বাজাল আকাবীল। লা আখাজনা মিন হুবিল ইয়ামিন। সুম্মা লাকাতায়না মিনহুম ওয়াতীন। ফামা মিনকুম মিন আহাদিন আনহু হাজেজীন।"

অর্থ :—"যদি সে আমাদের নামে কোন কথা বানাইয়া বলিতেন, তবে আমরা অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া তাহার জীবন-শিরা কাটিয়া দিতাম। তখন তোমাদের কেহই তাহার থেকে আমাদিগকে বাধা দিতে পারিতে না।"

উপরোক্ত দুটি মাপকাঠির আলোকে ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হওয়ার দাবী-কারকের সত্যাসত্য সহজেই নিরূপণ করা যেতে পারে। হযরত মির্যা সাহেব দাবী করেছেন যে, ওহী-ইলহাম, কাশফ-রুইয়ার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা তাঁকে অনেক গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন যার ভিত্তিতে তিনি অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণী যথা সময়ে পূর্ণ হয়েছে এবং কতকগুলো পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। উল্লেখ্য যে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ কোনক্রমেই পবিত্র কুরআনের বিরোধীতো নয়ই, বরং পবিত্র কুরআনের মহা কল্যাণ ও আশীষ দ্বারা পরিপুষ্ট। এরূপ অবস্থায় যদি তিনি মিথ্যা দাবীকারক হতেন এবং নিজের কথাকে আল্লাহর কথা বলে চালাতেন, তা'হলে উপরোক্ত ঐশী-নীতি অনুযায়ী—(ক) ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ একটা একটা করে পূর্ণ হওয়ার কারণ কি এবং (খ) তিনি ওহী-ইলহাম, কাশফ ও রুইয়া লাভের দাবী করার পরও এবং চতুর্দিক হতে প্রবল বাধা ও চরম বিরোধিতা সত্বেও সুদীর্ঘ ২৬ বছরেরও উর্ধকাল যাবত বেঁচে থেকে ইসলামের সুমহান খেদমত ও প্রচার করার সুযোগ পেলেন কি কারণে? ফলতঃ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের পূর্ণতা এবং তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত ঐশী সাহায্য ও ঐশী সমর্থিত নিদর্শনাবলীর দ্বারা তাঁর দাবীর সত্যতা সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন : "বস্তুতঃ পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে যেরূপ সমুদ্র বিরাজিত, সেরূপ এই সংগঠনও খোদার নিদর্শনে পরিপূর্ণ। এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না, যেদিন কোন না কোন নিদর্শন প্রকাশিত না হয় এবং প্রত্যেক নিদর্শন ভবিষ্যদ্বাণীর সংগে সম্পর্কযুক্ত। আমি দশ হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মাত্র নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করেছি। প্রকৃতপক্ষে সেগুলির বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হলে একটি বিরাট পুস্তকেও সংকুলান হবে না। এরূপ হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা লাভ কি কোন মিথ্যাবাদীর জীবনে সংঘটিত হতে পারে?" (তাজা-ল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃ—২৪)।

কয়েকটি দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শনের বিষয়-ভিত্তিক সারাংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো। পরে এগুলো সম্পর্কে পৃথকভাবে বর্ণনা করা হবে।

(১) খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ ঐশী-নিদর্শনাবলী :

(ক) পাদ্রী আব্দুল্লাহ আথমের সঙ্গে ভারতবর্ষের অমৃতসরে ১৫ দিন ব্যাপী বাহাস (১৮৯৩ ইং), তাঁর সম্পর্কে প্রাপ্ত ইলহাম—ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী এবং ভবিষ্যদ্বাণীর শর্তা-নুযায়ী আথমের মৃত্যু।

(খ) পাদ্রী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক কর্তৃক মিথ্যা মোকদ্দমা এবং পরিণামে হযরত মির্যা সাহেবের সম্মানজনক বিজয়ের নিদর্শন।

(গ) পাঞ্জাবের খৃষ্ট-সমাজের তৎকালীন লর্ড বিশপ রেভারেণ্ড জর্জ লেফ্রাই সাহেবের প্রতি চ্যালেঞ্জ এবং লেফ্রাই সাহেবের টাল-বাহানা (১৯০০ ইং)।

(ঘ) শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর কবর সম্পর্কে ঘোষণা (১৮৯৫ ইং) এবং 'মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ' ও খৃষ্টধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তাকাবলী প্রণয়ন ও প্রকাশ।

(ঙ) উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও নিম্নোক্ত ক্রমিক নং ৮, ৯, ১৪, ১৫ ও ১৬ দ্রষ্টব্য।

(২) হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শনাবলী ঃ

(ক) পণ্ডিত লেখরাম পেশোয়ারীর মৃত্যু সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী (১৮৯৩ ইং) এবং উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যথা সময়ে পূর্ণতা (১৮৯৭ ইং)।

(খ) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর মৃত্যু (১৮৮৩ ইং)।

(গ) পণ্ডিত ইন্দ্রমোহন মোরাদাবাদীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ এবং তাঁর পশ্চাদাপসরণ (১৮৮৫ইং)।

(ঘ) 'শুভ চিণ্ডক' পত্রিকায় পরিচালক সোমরাজ, পণ্ডিত ইচ্ছর চন্দ্র এবং পণ্ডিত ভগ্য রামের প্লেগ জনিত মৃত্যু (১৯০৭ইং)।

(ঙ) আর্য সমাজী মেসমারাইজারের শোচনীয় পরাজয়ের ঘটনা।

(৩) শিখদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলী ঃ

(ক) হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) ১৮৯৫ ইং সনে "ডেরা বাবা নানক" নামক স্থানে গমন করেন এবং বাবা নানকের মুসলমান হওয়ার প্রমাণ পেশ করেন।

(খ) 'সৎ বচন' নামক পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করতঃ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে শিখ-গুরু 'বাবা নানক' মুসলমান ছিলেন।

(গ) পাঞ্জাবের শিখ রাজপুত্র রাজা দিলীপ শিং সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

(৪) বিরুদ্ধবাদী মৌলবী ও অন্যান্যদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলী ঃ

(ক) বাটালা নিবাসী মৌলবী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের জন্য প্রদর্শিত ঐশী নিদর্শন

(খ) হুসিয়ারপুর নিবাসী মির্যা আহমদ বেগ ও তার কন্যা মুহাম্মদী বেগম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তদনুযায়ী আহমদ বেগের মৃত্যু।

(গ) ঝিলামের ফৌজদারী আদালতে জনৈক করমদীন কর্তৃক মামলা দায়ের এবং হযরত মির্যা সাহেবের বেকসুর খালাস, ঝিলাম গমনের ফলে বিপুল সম্বর্ধনা এবং বহুলোকের বয়েত গ্রহণ।

(ঙ) গুরুদাসপুর জিলা কোর্টে করমদীন কর্তৃক পুনরায় মামলা দায়ের এবং দীর্ঘ দিন মামলা চলার পর ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চূড়ান্ত বিজয়।

(ঙ) কাদিয়ানের মসজিদে মোবারকে আসার পথে বিরুদ্ধবাদীদের দেওয়াল নির্মাণ এবং হযরত সাহেব কর্তৃক মামলা দায়ের ও ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দেওয়াল ভেঙ্গে ফেলার জন্য আদালত কর্তৃক নির্দেশ প্রদান।

(চ) মৌলবী রসুল বাবা লিখিত "হায়াতে মসীহ" পুস্তকের বিষয় খণ্ডন করতঃ "ইতমামে হুজ্জত"নামক পুস্তকের প্রণয়ন ও প্রকাশ।

(ছ) মৌলবী সানাউল্লা অমৃতসরীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ।

(জ) সাহুল্লাহ লুধিয়ানবীর বিরোধিতাপূর্ণ ব্যবহার এবং উহার ফলশ্রুতি।

(ঝ) হযরত সাহেব কর্তৃক ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও আসন্ন মহা বিজয়, ইসলামের কল্যাণময় আশীষ-ধারার চির প্রবহমানতা, ইসলামের পুনরুত্থান ও ও পুনর্জাগরণ, ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত সর্ব প্রকার অপবাদের খণ্ডন এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার্থে বাস্তব-সম্মত পদক্ষেপপূর্ণ প্রায় ৯০ খানা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ।

(৫) ভারতবাসীদের জন্য বিশেষ নিদর্শনাবলী ঃ

(ক) পাঞ্জাবে মহামারী রূপে প্লেগের আক্রমণের ভবিষ্যদ্বাণী, আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের প্লেগের আক্রমণ হতে অব্যাহতি লাভ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী এবং এ সম্পর্কে

'কিশতিয়ে নূহ' নামক পুস্তকের প্রণয়ন ও প্রকাশ, প্লেগের পর প্রচণ্ড জ্বরের প্রকোপ।

(খ) দু'টি প্রচণ্ড ভূমিকম্পের নিদর্শন।

(গ) উপরে উল্লিখিত ক্রমিক নং (১) হ'তে (৪) পর্যন্ত নিদর্শনাবলী [redacted] জন্যও প্রযোজ্য।

(৬) আফগানিস্তানের জন্য বিশেষ নিদর্শনঃ

সাহেবজাদা সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেব এবং মৌলবী আব্দুর রহমান সাহেবের শাহাদাত বরণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

(৭) ইরানের জন্য বিশেষ নিদর্শনঃ

কিসরার রাজ প্রাসাদ তথা ইরানের 'কম্পন অবস্থা' (বিপ্লব অবস্থা) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানীর পূর্ণতা।

(৮) রাশিয়ার জন্য বিশেষ নিদর্শনঃ

(ক) রাশিয়ার তদানীন্তন সম্রাট জার সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানীর পূর্ণতা।

(খ) রাশিয়ার ভবিষ্যত সম্পর্কিত নিদর্শন। (গ) ইয়াজুজ ও মাজুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

(৯) ইউরোপ ও আমেরিকার জন্য বিশেষ নিদর্শনঃ

(ক) আমেরিকান পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডুই সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

(খ) ইংল্যাণ্ডের ধর্মযাজক জন হুগ স্মিথ পিগট সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

(গ) ইয়াজুজ ও মাজুজ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

(গ) প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

(ঘ) সাদা পাখী শিকার তথা ইসলামের প্রতি ইউরোপীয়দের আকৃষ্ট হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী।

(১০) বাঙ্গালীদের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শনঃ

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

(১১) মধ্যপ্রাচ্যবাসীদের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শনঃ

(ক) ঈদুল আযহার দিনে আরবী ভাষায় "খোতবা ইলহামীয়া" প্রদান (১৯০০ইং)।

(খ) ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের কনসলের সংগে সাক্ষাৎকালে তুরস্কের সুলতানের আসন্ন বিপদাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী।

(গ) আরবী ভাষায় জনৈক বাগদাদী মৌলবীর আপত্তির জবাব।

(ঘ) "নুরুল হক" নামক আরবী পুস্তকের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ প্রদান।

(ঙ) "লুজ্জাতুন নুর" নামক পুস্তকের মাধ্যমে আরব, সিরিয়া, বাগদাদ, ইরাক ও খোরাসানের আলেমদিগকে সুসংবাদ প্রদান।

(চ) আরবী ভাষায় ঐশী সাহায্যে ব্যুৎপত্তি লাভ, চল্লিশ হাজার শব্দমূল শিক্ষা এবং ২০ খানা আরবী পুস্তক প্রণয়ন।

(১২) চীন ও জাপানের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শনঃ

প্রাচ্যে দুইটি রাজনৈতিক শক্তির বিকাশের ভবিষ্যদ্বাণী এবং উহা জাপান ও চীনের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে।

পাকিস্তানের জন্য বিশেষ ঐশী নিদর্শন ঃ

(ক) পাকিস্তানে হিজরত সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানী

(খ) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রচণ্ড বিরোধিতা এবং তার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানীর পূর্ণতা।

(১৪) বিশ্ববাসীর জন্য বিশেষ নিদর্শন ঃ

(ক) ১৮৬৪ ইং সনে স্বপ্নে হযরত রাসুল করীম মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দর্শন লাভ এবং প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক হওয়ার পূর্বাভাস।

(খ) ১৮৬৮ইং সনে ইলহাম লাভ করেনঃ "বাদশা তেরে কাপড়োঁ ছে বরকত ঢুণ্ডেঙ্গে" অর্থাৎ, "বাদশাহ তোমার বস্ত্র হতে আশীর্বাদ অনুসন্ধান করবেন।"

(গ) ১৮৭৬ইং সনে তিনি ইলহাম লাভ করেন ঃ "আলায়সাল্লাহু বে-কাফেন আবদাহু"। অর্থাৎ "আল্লাহ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নহেন?"

(ঘ) ১৮৮২ ইং সনে প্রত্যাদিষ্ট সংস্কারক হওয়ার ইলহাম লাভ করেন ঃ "কুল ইন্নি উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুমেনীন"। অর্থাৎ 'বল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি এবং প্রথম শ্রেণীভুক্ত (উৎকৃষ্ট) মোমেন।"

(ঙ) ১৮৮৪ইং সনে "মুজাদ্দিদ" হওয়ার দাবী করেন, ১৮৮৯ সনে "ইমাম মাহদী এবং ১৮৯১ সনে 'মসীহ মওউদ' হওয়ার দাবী।

(চ) একই রমযান মাসে বিশেষ সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

(ছ) পাঁচটি বিশেষ ঐশী নিদর্শন-মূলক ভবিষ্যদ্বাণী ('তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া' নামক পুস্তক)।

(জ) অন্যান্য সকল নিদর্শনমূলক ঘটনাবলী (অন্যান্য ক্রমিকে উল্লেখিত)।

(১৫) অন্যান্য বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

(ক) কবুলিয়াতে দো'আ সম্পর্কিত ও কতিপয় ঘটনাবলী।

(খ) ছাদ ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা।

(গ) জামা ও পাগড়ীতে রক্তবর্ণ চিহ্নের ঘটনা।

(ঘ) আব্দুল করীমের জলাতঙ্ক রোগ সম্পর্কিত ঘটনা।

(ঙ) স্বীয় পুত্র মোবারক আহমদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী।

(চ) কাদিয়ানে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং কাদিয়ানের সম্প্রসারণ।

(ছ) স্বীয় জীবন, কার্যাবলী ও সাফল্য, মৃত্যু এবং 'কুদরতে সানিয়া' হিসাবে খেলাফতের অব্যাহত ধারা, অসিয়্যাত ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বেহেশ্‌তী মাকবেরা প্রতিষ্ঠা।

(১৬) জামাতের চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

(ক) 'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকের প্রণয়ন, প্রকাশ ও চ্যালেঞ্জ।

(খ) লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বধর্ম সম্মেলন (১৮৯৭ ইং) "ইসলামী উসূল কি ফিলসফি" শীর্ষক বক্তৃতায় (পরবর্তীতে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত) শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

(গ) 'উম্মুল আলসিনা' হিসাবে আরবী ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা।

(ঘ) 'সুলতানুল কলম' হওয়ার তাৎপর্য।

(ঙ) 'মুসলেহ মওউদ' সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা।

(চ) বিরুদ্ধবাদীদের সকল চক্রান্তের অবসান এবং তিন শতাব্দীর মধ্যে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলামের মহাবিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী।

(ছ) আহমদীয়া জামাতের উন্নতি সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা হযরত সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন: "আমি তোমাকে ইসলামের এক বিরাট জামাত দান করব" (বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে ৫৫৬ পৃষ্ঠা এবং তাজকেরা গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠা)। তিনি আরও বলেছেন: "ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জলতার দিন আসবে যা পূর্বে ছিল, এবং সেই সূর্য পুনরায় স্বীয় গৌরব সহকারে উদিত হবে, যেমন পূর্বে উদিত হয়েছিল।" (ফতেহ ইসলাম) আল্লাহতায়ালা তাঁকে জানিয়েছেন: "আমি তোমার প্রচারকে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাবো"।

(জ) হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বলেছেন: "খোদাতা'লা আমাকে বারংবার জানিয়েছেন যে, তিনি আমাকে বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করে দিবেন। তিনি আমার অনুসারীগণের জামাতকে সারা বিশ্বে বিস্তৃত করবেন এবং তাহাদেরকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারীগণ এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে যে, তারা নিজ নিজ সত্যবাদীতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করে দিবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার সঙ্ঘ ফলফুলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধমান হবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে। বহু বাধা-বিঘ্ন দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসবে, কিন্তু খোদা সেগুলোকে পথ হতে অপসারিত করে দিবেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া, পৃষ্ঠা-২২) (ক্রমশঃ)

—মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

গ্রন্থ পরিচিতি

(২০ নং পৃষ্ঠার পর)

অথবা কোনক্রমেই তাদের যেন ধৈর্য ও সবুরের সুউচ্চ মিনার থেকে পতন না ঘটে তজ্জন্যও তাদের সতর্ক করেন। তাদের ঈমানে দৃঢ়তা ও মজবুতি আনয়নের জন্য তিনি আল্লাহ্‌-তায়ালা প্রদত্ত অমোঘ এই নিয়তি স্মরণ করান যে, আল-হাক্ক (সমাগত সত্য) সর্বদাই প্রারম্ভে দুর্বল বলে দৃশ্যমান হয় কিন্তু উহা সদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠে। এ'র বাস্তব নিদর্শন হিসেবে তিনি পবিত্রতম রাসূল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর মক্কী জীবনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন; যেখানে শত্রুরা সর্বতোভাবে প্রবল ছিল। তারা হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে চরম নির্যাতন নিপীড়ন করেছে। কিন্তু পরিণামে দো'আ, ইস্তেকামাত ও সবুরের ঐ সুমহান ও সুউচ্চ মিনার প্রাথমিক অবস্থায় দৃশ্যতঃ প্রতাপান্বিত শত্রুদের পরাভূত করে প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে হযরত আহমদ (আঃ) এই বলে আল্লাহ্‌তায়ালার শুকরিয়া আদায় করেন যে, কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরের খানইয়ার মহল্লায় ফ'ঈসু আস-এর কবর বলে পরিচিত সমাধিটি বনি-ইসরাইলীয় নবী হযরত ঈসা ইবনে মরয়াম (আঃ)-এর সমাধি বলে প্রমাণিত হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সমাধি'র এই সনাক্তকরণ তাঁর দাবীর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে সবিশেষ সহায়ক হয়েছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। (ক্রমশঃ)

[Introducing the books of the Promised Messiah (P) - অবলম্বনে লিখিত]

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

খতমে নবুওয়্যাত ও আহ্‌মদীয়া জামা'ত

প্রকৃত মুসলমান হইতে হইলে প্রত্যেককেই প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমগ্র কুরআন শরীফকে আল্লাহ্‌তা'লার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। এই বিশ্বাস প্রত্যেকটি আয়াতের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

কুরআন করীমেই আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে 'খাতামান নাবীয়ীন' বলিয়াছেন। তাই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি 'খাতামান নাবীয়ীন' বলিয়া যাহারা ঈমান রাখে না তাহাদিগকে প্রকৃত মুসলমান বলা যাইতে পারে না।

আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধবাদীরা প্রচার করিয়া থাকেন যে আহ্‌মদীগণ নবী করীম (সাঃ)-কে 'খাতামান নাবীয়ীন' বলিয়া বিশ্বাস করে না। এই জামা'তের প্রতি দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত বহু অপবাদের মধ্যে ইহাও একটি প্রধান অপবাদ।

যাঁহারা এইরূপ প্রচার করিতেছেন তাহাদিগকে আমরা বন্ধুভাবে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা কি অনুগ্রহ করিয়া আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রবর্তক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর কোন লিখা বা এই জামা'ত হইতে প্রকাশিত পুস্তকাদি হইতে দেখাইয়া দিবেন যে, আহ্‌মদীগণ হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে 'খাতামান নাবীয়ীন' বলিয়া বিশ্বাস করে না। অথচ আহ্‌মদীয়া জামা'তে দাখিল হইতে হইলে যে শর্ত সমূহে দস্তখত করিতে হয় তন্মধ্যে হযরত নবী করীম (সাঃ)-কে 'খাতামান নাবীয়ীন' বলিয়া বিশ্বাস করাও অন্যতম।

এই ব্যাপারে চলুন আমরা আল্লাহতা'লা হইতে মীমাংসা চাই এবং সকলে দো'আ করি যাহারা মিথ্যাবাদী তাহাদের উপর যেন আল্লাহতা'লার লা'নত পড়ে।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারীগণ কুরআন করীমের একই আয়াতের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যাখ্যার বিভিন্নতা ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে। 'খাতামান নাবীয়ীন' যে আয়াতে আসিয়াছে সেই আয়াতের ব্যাখ্যাতেও বিভিন্ন তফসীর-কারকগণের মধ্যে মতভেদ আছে এবং এই মতভেদ আহ্‌মদীয়া জামা'তের জন্মের পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তথাকথিত মৌলবী-মোল্লাগণ জনসাধারণের মধ্যে 'খাতামান নাবীয়ীনের' ব্যাখ্যায় প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর আর কোন প্রকারের নবীরই আবির্ভাব হইবে না। অথচ নিজেদের উপরোক্ত মতের বিপরীত এই কথাও প্রচার করিয়া আসিতেছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে শেষ যুগে ঈসা নবীউল্লাহ্‌ (আঃ)-এর আগমন হইবে। ইহাতে হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর 'শেষ নবী' হওয়ার দাবী থাকে কি-না তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বিবেক ও যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করিবেন।

হযরত আয়েশা রাঃ, হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী, মুজাদ্দিদ আলফেসানী, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাসেম নানুতবী, লক্ষ্ণৌয়ের মৌলানা আবদুল হাই প্রমুখ বুজুর্গানেদীন হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পরও নবুওয়্যাতের দরজা খোলা আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহারা 'খাতামান নাবীয়ীন' শব্দ দ্বারা সকল প্রকার নবুওয়্যাতের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া বুঝিতেন না।

কুরআন করীমে 'খাতামান নাবীয়ীন' যে উপলক্ষে এবং যে আয়াতে নাযিল হইয়াছে ইহার পূর্বাপর বিবেচনা করিলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে 'খাতামান নবীয়ীনের' অর্থ 'সর্বশেষ নবী' নহে। ইহার অর্থ 'নবীদের মোহর' বা 'নবীদের আধ্যাত্মিক পিতা'। অর্থাৎ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর আগমনের পর দুনিয়ার কোন নবীই তাঁহার মোহর ব্যতীত নবী বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না—সে নবী রাসূলে করীম (সাঃ)-এর পূর্ববর্তীই হউক আর পরবর্তীই হউক।

অপরদিকে কুরআন করীমের আর কোন আয়াত দ্বারাই প্রমাণ করা যায় না যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর কোন প্রকার নবীরই আবির্ভাব হইবে না। বরং কুরআন শরীফের বহু আয়াত দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুগমনের ফলে তাঁহার উম্মত হইতে 'উম্মতি নবীর' আবির্ভাবের দরজা খোলা আছে।

যাহারা আঁ-হযরত (সাঃ)কে 'শেষ নবী' বলিয়া থাকেন তাহাদের একটা যুক্তি এই যে, কুরআন শরীফ কামিল কিতাব এবং ইহাতে শরীয়তের বিধান পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সুতরাং আর কোন নবীর প্রয়োজন নাই। যদি নবীগণের আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় কিতাব ও শরীয়তের বিধান দান করা, তবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর কোন প্রকার নবীরই আগমনের কোন প্রয়োজন নাই—ইহাতে আমরা তাহাদের সাথে একমত। কিন্তু পূর্বের নবীগণের ইতিহাস এবং কুরআন শরীফ হইতে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মানুষকে পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া খোদাতা'লার সাথে তাহার সংযোগ সাধন করা এবং ধীরে ধীরে সমাজ হইতে পাপের প্রাবল্য দূর করা। তজ্জন্য শরীয়তের সাথে সজীব আদর্শেরও একান্ত প্রয়োজন। তাই শরীয়ত আনয়নকারী নবীগণের যেমন আগমন হইয়াছে। তদ্রূপ একই শরীয়তের অধীনেও বহু নবীর আগমন হইয়াছে। তাঁহারা পুরাতন শরীয়তের পরিবর্তন না করিয়া ইহাতে আধ্যাত্মিক প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। কারণ যে নবী শরীয়ত আনিয়াছেন সময়ের ব্যবধানে তাঁহার উম্মতেরা তাঁহার আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। বর্তমান জামানার য়াহুদী, নাসারা মুসলমাগণ ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শরীয়ত কামিল হইলেও মুসলমানদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতন কোন অংশে কম হয় নাই। যদি এই হইত যে, শরীয়ত কামিল হওয়ার দরুন উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার আর পতন হইবে না, তবে আমাদের কোন চিন্তার কারণ ছিল না। কিন্তু কুরআন হইতে কেহ কি প্রমাণ করিতে পারিবেন যে, উম্মতে

মুহাম্মাদীয়ার পতন হইবে না ? বাস্তব ক্ষেত্রেতো উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মর্মন্তুদ পতন ঘটিয়াছে। কামিল শরীয়ত থাকা সত্বেও যে কারণে তাহাদের পতন হইয়াছে তাহা হইল আধ্যাত্মিক প্রাণ শক্তির অভাব। নবীগণই শরীয়তের মধ্যে এই প্রাণ-শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকেন।

অপরদিকে কামেল শরীয়তের দাবীতেই কোন শরীয়ত কামিল প্রতিপন্ন হয় না, যে পর্যন্ত না ইহার স্বপক্ষে বাস্তব দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। মুহাম্মাদী শরীয়ত কামিল, ইসলামে আল্লাহতা'লা তাঁহার নে'মত পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহার অর্থ এই যে এই শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দিতে মানুষ কামিল হইবে। বস্তুতঃ নবুওয়্যাত প্রাপ্তিই মানুষের কামালিয়তের সবচাইতে প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত। নতুবা শরীয়তের কামালিয়তের প্রমাণ কি বা অন্যান্য শরীয়ত হইতে ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ই-বা কোথায় ? শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী আরো বহু ধর্মের অনুগমীগণ করিয়া আসিতেছে।

শেষ নবী হওয়াতেই যদি শ্রেষ্ঠত্ব বুঝায় তবে অন্যান্য ধর্মের অনুগামীদের অনুরূপ দাবী কিভাবে উড়াইয়া দেওয়া যাইবে ?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মুহাম্মাদী শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্বই এইখানে যে, ইহার অনুগমনের ফলে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া নবুওয়্যাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরবর্তী নবীগণ কোন নতুন শরীয়ত আনিবে না এবং সম্পূর্ণভাবে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অধীন হইবেন। ইহাতে 'খতমে নবুওয়্যাতের' কোন অমর্যাদা হয় না, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর গৌরব বৃদ্ধি পায় ; কারণ এই নবুওয়্যাত তাঁহার গোলামীরই ফল এবং ইহাই হযরত (সাঃ)-এর প্রতি দেওয়া আল্লাহতা'লার এক আধ্যাত্মিক 'কাওসার'। এই ফযিলত শুধু ইসলামের জন্যই নির্দিষ্ট, অন্য কোন ধর্মে তাহা নাই। ইহাই ইসলামের পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এইরূপ উম্মতী নবীরই দাবী করিয়াছেন। তাঁহার নবুওয়্যাত হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুগমনেরই ফল। তিনি ইসলামী শরীয়তে পুনঃ আধ্যাত্মিক প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন।

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর বাঃ আঃ আঃ

"সেই ব্যক্তি বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত ; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন ; বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

আল্লাহ্‌র রাস্তায় আপনারা যখন দুঃখ পান

আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

أحسب الناس أن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ۝
(عنكبوت ركوع ١-١)

অর্থাৎ, লোকেরা কি ইহা মনে করেছে যে তাদেরকে কেবল এই কারণে অব্যাহতি দেয়া হবে যে, তারা বলে আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ?

আল্লাহর উপর যারা ঈমান আনে তাদের পরীক্ষা আল্লাহতায়ালা কি ভাবে নেন সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেছেন :

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس
والثمرات (بقره ركوع - ١٩)

অর্থাৎ, এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ ও প্রাণ এবং ফল ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করব।

আল্লাহতায়ালা যখন তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে দুঃখ ও কষ্ট আনয়ন করেন যার সম্বন্ধে উপরোক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর আমল করা মোমেনদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় :

১। ঈমানের পরীক্ষার সময় প্রথম হেদায়াত হলো ধৈর্য ধারণ করা. এ ক্ষেত্রে নবী ও তাঁর অনুসারীগণ নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধৈর্যের যে অবিচল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা অনুসরণ করা।

আল্লাহতায়ালা ধৈর্যশীলদের জন্য পবিত্র কুরআনে অনেক সু-সংবাদ দিয়েছেন যে শেষ পর্যন্ত তারাই সফলকাম হবে। ইহকাল এবং পরকালে তারা অনেক পুরস্কার লাভ করবে।

২। যখন আল্লাহতায়ালার রাস্তায় কেহ দুঃখ-কষ্ট বরণ করে তখন তার প্রথম কর্তব্য নতশিরে আল্লাহতায়ালার দরবারে দো'আয় রত থাকা যাতে আল্লাহতায়ালা আসমান থেকে ফিরিশ্‌তা নাযিল করে যালিম এবং সীমালংঘনকারীদের ধ্বংস করে দেন।

৩। যখন আল্লাহতায়ালার রাস্তায় জান, মাল, ও ধন-দৌলতের ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয় তখন কুরআনের হেদায়াত অনুযায়ী এই দো'আটি করা উচিত।

انا لله وانا اليه رجعون - এই দো'আ কবুল হলে দুঃখ ও কষ্টের অনুভূতি থাকে না এবং যা ক্ষতি হয়েছে আল্লাহতায়ালা তা পূরণ করে দিয়ে থাকেন।

৪। মানুষ এই পৃথিবীতে খালি হাতে আসে এবং খালি হাতেই ধরাধাম ত্যাগ করে। তারা সাথে শুধু তাদের আমল নিয়ে যায়। এজন্যে যদি তাদের দুনিয়ার ধন-দৌলতের ক্ষতি সাধিত হয় তবু এটা কোন চিন্তার বিষয় নয়। কেননা মৃত্যুর সময় এসব আসবাব-পত্র এ দুনিয়াতেই ছেড়ে যেতে হবে। আসল চিন্তার বিষয় হলো তার নেক আমল। কোন প্রকারেই যেন তা নষ্ট হয়ে না যায়।

৫। যে দুঃখ কষ্ট আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর অনুসারীদের আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনার কারণে দেওয়া হয়েছে ঐ দুঃখ-কষ্ট যদি আজ কেহ ভোগ

করে তবে এটা তার সৌভাগ্য যে, সে রাসূল করীম (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীগণের সুন্নতের উপর আমল করার তৌফিক পেয়েছে।

৬। আল্লাহতায়ালার উপর ঈমান আনার জন্য যারা নির্যাতিত হন আল্লাহতায়ালার সাহায্য ও সহযোগীতা তাদের সাথে থাকে এবং যারা যুলুম করে অচিরেই তাদেরকে খোদা পাকড়াও করবেন। এজন্য মযলুম হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু যালিম হওয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এবং তাঁদের অনুসারীগণ নির্যাতিত হবার দরুন আল্লাহতায়ালার সাহায্যের অধিকারী হয়েছেন এবং বিজয় লাভ করেছেন। পক্ষান্তরে যালিমগণ পরাজিত হয়েছে এবং এ দুনিয়া থেকে তাদের নাম নিশানা মিটে গেছে।

৭। যখন আল্লাহতায়ালার রাস্তায় ঈমান আনার দরুন দুঃখ কষ্ট আসে তখন দো'আ ও ধৈর্যের সাথে সাথে নিজের নফসকে পরিশোধিত করার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া খুবই প্রয়োজন। স্বর্ণকে যেভাবে আগুনে পুড়িয়ে পরিশোধিত করা হয় ঠিক ঐ ভাবে ঈমানের পরীক্ষা নফ্‌সকে খাঁটি এবং পরিশোধিত করে তোলে।

৮। যখন আল্লাহর পথে মোমেনগণ অত্যাচার অবিচারের শিকার হন তখন তাদের উপর এই কর্তব্য বর্তায় যে, তারা যেন ঐক্য ও শৃংখলা দৃঢ়তর এবং পরস্পরের প্রতি দরদী ও শুভাকাঙ্খী হন। আল্লাহতায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়তার সাথে ধরে রাখা উচিৎ। কেননা আল্লাহতায়ালা কুরআনে 'হাবলুল্লাহ" বলেছেন, অর্থাৎ আল্লাহর রজ্জুকে মযবূত ভাবে আঁকড়িয়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর রজ্জু হল নবী এবং তাঁর অবর্তমানে খলীফা। এই খলীফাকে ঢাল হিসাবে রেখে মোমেনকে অবিরাম জেহাদ করে যেতে হবে।

৯। মযলুমের আর্তনাদ ও ফরিয়াদ সোজা আল্লাহতায়ালার দরবারে পৌছায়। ফলে আল্লাহতায়ালা দুনিয়াতে বড় বড় বিপ্লব নিয়ে আসেন। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ-তায়ালা যালিমদের অকৃতকার্যতা এবং তাদের উপর তাঁর অসন্তুষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। এজন্য কোন কাজ করার আগে ভালভাবে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন, কোথাও কেউ তার ঐ কর্ম দ্বারা যালিম বলে গণ্য হচ্ছে নাতো; কোথাও আল্লাহতায়ালার সৃষ্ট জীবকে কষ্ট দিচ্ছে নাতো? যদি সে অনুভব করে যে যুলুম করছে, তার তৎক্ষণাৎ সে কর্ম থেকে বিরত থাকা উচিৎ। কেননা যালিমের জীবন ক্ষণিকের কিন্তু তার প্রতিফল বংশধরেরাও পেতে থাকে। ফিরআওন সব-চেয়ে বড় যালিম ছিল। আজ হাজারো বছর পরেও কেউ তার নাম অনুসারে নিজের নাম রাখে না। কেননা যালিম হওয়ার দরুন আল্লাহতায়ালা তাকে লাঞ্ছিত ও ধ্বংস করেছেন।

১০। যেভাবে শিশুর ক্রন্দনে মায়ের মাতৃত্ব জেগে উঠে এবং তার স্তনে দুধের ফোয়ারা উছ্‌লিয়ে উঠে, অনুরূপভাবে আল্লাহতায়ালার দরবারে মযলুমের আর্তনাদে তাঁর রহম ও ফযল উদ্বেলিত হয় এবং তিনি তাঁর বান্দাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন। এ জন্য মানুষের দো'আর অনেক বেশী শক্তি ও আকর্ষণ থাকে।

তাই আপনাদেরকে وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ অর্থাৎ ধৈর্য সহকার দো'আর মধ্যে লিপ্ত থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি, কেননা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কথায়—'দো'আই আমাদের একমাত্র হাতিয়ার এবং যা কিছু হবে দো'আর মাধ্যমেই হবে।"

ওয়াস্‌সালাম —খাকসার

মাওলানা সালেহ আহমদ

সদর মুরুব্বী

এক অনন্য ফুল

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

(হযরত নবাব আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবা স্মরণে)

খোদার পবিত্র আরশে এক ফয়সালা হয়।
তারপর বয়ে যায় অনুকূল হাওয়া,
জগত স্তম্ভিত হয় শয়তান দিশেহারা
আসমানী ফয়সালা হয় বাস্তবায়িত।
বিশ্ব জগতের প্রভু তাঁর এক গোলামকে
সম্বোধন করে বললেন—
'তোমার প্রচারকে আমি পৌঁছে দেব চারিদিকে
পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রচারিত হবে তব নাম',
আরও জানালেন তাঁর সে' প্রিয় বান্দাকে—
'অজস্র ধারায় বরকত ও কল্যাণ বর্ষিত হবে
তোমার এবং তোমার পবিত্র সন্তানগণের 'পর,
তোমার পিতৃকূলের অন্য সকল শাখাকে
কর্তন করা হবে ঐশী হিকমতে,
ফুলে ফলে সুশোভিত হবে তোমার বংশধারা
খোদার অস্তিত্বের নতুন ঝলক পুনঃ দেখবে এ'জগত!
আসমানী পরিকল্পনা এগিয়ে চলে রুধিতে পারে না কেউ
ঐশী মোযেযার জ্বলন্ত স্বাক্ষর খান্দানে গোলাম আহমদ (আঃ)
জগত আলোকিত করে সবে ইসলামের বিজয়ী জেনারেল।
স্বর্গীয় কল্যাণমণ্ডিত বৃক্ষের এক অনন্য গোলাপ
হযরত নবাব আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবা (রাঃ)
ইমাম মাহদীর পবিত্র আওলাদ, কনিষ্ঠা সন্তান
জগতের তরে ছিলেন আশা আনন্দ ও কল্যাণের প্রতীক!
পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ আহমদীর
নয়নের মনি দুর্লভ সম্পদ, আশা ও আনন্দ
তাঁর প্রিয় মৌলার সান্নিধ্যে গেলেন চলে
জগত হারালো রূহানী গগণের এক উজ্জ্বল তারকা
ঐশীবৃক্ষের অনন্য শাখার এক অনন্য ফুল!

সংবাদ ঃ

শান্তি নিকেতনে সর্ব ধর্ম সম্মেলন

আহমদীয়া মুসলিম মিশন পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগে গত ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮৭ বোলপুরে সর্ব ধর্ম সম্মেলন (All Religious Reformers' Day) দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ৪/৫ শত শ্রোতার সমাগম হয়। পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিনিধি যোগদান করেন, সভায় প্রচুর গয়ের আহমদী, হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এই শ্রেণীর সম্মেলনের উদ্দেশ্য হ'ল জাতীয় সংহতি রক্ষা ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা।

বোলপুর ঃ ১৭ই এপ্রিল ১৯৮৭ইং বোলপুর মিউনিসিপ্যালিটি হলে আহমদীয়া মুসলিম মিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সর্বধর্ম সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডঃ সত্যরঞ্জন ব্যানার্জী শ্রীমহাবীর জৈনের জীবনী ও বাণী, জৈন ধর্মের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, অহিংসা একটি ব্যক্তির জন্য নয়, একটি সম্প্রদায়ের জন্য নয়, একটি জাতির জন্য নয়—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন।

উক্ত অনুষ্ঠানে আহমদীয়া জামাতের প্রচার সম্পাদক জনাব মাশরেক আলী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল (১) ঈশ্বর বা আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা (২) ধর্ম সম্বন্ধে সঠিক ধারণা (৩) মানব জাতি একই সম্প্রদায় অর্থাৎ এক কথায় আল্লাহ প্রদত্ত ঐক্য, এবং মানবজাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতেই হযরত মুহাম্মাদ সাঃ-এর আগমন। তাই বিবেকানন্দ ঠিকই বলেছেন, "মুহাম্মাদ মানবজাতির সাম্যের ও ভ্রাতৃত্বের পয়গম্বর।"

অতঃপর বোলপুর ম্যাথোডিষ্ট চার্চ-খৃষ্ট ধর্ম প্রচারক রেভারেণ্ড বীরেন্দ্রনাথ বাড়ুই যীশু খৃষ্টের আগমন ও দাবী সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

সমস্ত ধর্মীয় সংস্কারকগণের স্মরণ দিবসের উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির ভাষণে বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নিমাই সাধন বসু সম্প্রতি ভারতের গুজরাটে, পাঞ্জাবে, আয়ারল্যাণ্ডে, মধ্য প্রাচ্যে ধর্মের নামে যে সব হানাহানি কাটা কাটি ঘটছে তার উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এতে মানুষ ধর্মের উপর বিশ্বাস হারাচ্ছে। পৃথিবীর অবস্থা দেখে মাননীয় উপচার্যের ধারণা হয়েছিল যে, যত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে ধর্ম মুছে যায় ততই মঙ্গল। কিন্তু বর্তমান অনুষ্ঠানে যোগদান করে তার মনোবল ফিরে এসেছে। শুরুতে তিনি এই ধরণের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে একাধারে আনন্দ ও সংকোচ বোধ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আসা তাঁর সমীচীন হবে কি-না এই দোটানার মধ্যে ছিলেন। তিনি বলেন, অন্যের প্রতি সম-প্রীতিতো দূরের কথা—অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যখন, তখন আহমদীয়া জামাতের "ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নাই কারো জন্য"—বাণী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বলেন যারা এই কথা বলতে পারে, বিশ্বাস করতে পারে, নিজ জীবনে দেখাতে পারে এবং তার জন্য সমস্ত প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে পারে এমন কি প্রাণ দিতে পারে তাদেরকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। মাননীয় উপাচার্য তাই আহ-

মদীয়া সম্প্রদায়ের সততা ও সাহস-এর প্রশংসা করেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা যে, আহমদীরা শান্তির জন্য যে কাজ করেছেন তা বর্তমান ভারতের জন্য তো বটেই বর্তমান যুগের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

অতঃপর কুরআনের আয়াত এবং পবিত্র গীতার : "যদযদাহি ধর্মস্য·····যুগে যুগে" শ্লোক উচ্চারণ করিয়া আহমদীয়া জামাতের প্রচার অধিকর্তা (মিশনারী) মাওলানা সুলতান আহমদ জাফর, জামাতের প্রতিষ্ঠাতার আগমন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, ১৮৩৫ খৃঃ যে সময় ভারতের বিভিন্ন ধর্মের অনুগামীরা ধর্মের নামে আপোষে ঝগড়া-বিবাদে মত্ত ছিল, সেই সময় পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামে এক গণ্ডগ্রামে আবির্ভূত হন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)।

জনাব মাওলানা সাহেব, বিভিন্ন ধর্মের উল্লেখ করে বলেন, কাদিয়ানে আবির্ভূত আহমদ আঃ সকল ধর্ম শাস্ত্র বর্ণিত প্রতিশ্রুত পুরুষ, শেষ যুগের ধর্ম-সংস্কারক। জাফর সাহেব তাঁর একটি বাণীর উদ্ধৃতি দেন। "আমি ঘোষণা করছি যে, পৃথিবীতে আমার কোন শত্রু নাই। আমি মানব জাতিকে ঐরূপ ভালবাসি যেমন এক জননী তার সন্তানকে ভালবাসে পরন্তু তদপেক্ষা অধিক।"

আমি সেই পরিত্যক্ত বিশ্বাসের শত্রু যদ্বারা সত্য নিহত হয়। মানবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন আমাদের কর্তব্য। মিথ্যা, শিরক্, অত্যাচার ও মন্দ অভ্যাসকে আমি ঘৃণা করি।"

অতঃপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহচর শ্রী নিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রী সমীরণ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণের উপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁর রঙের দর্শন বর্ণনা করে বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, আলো আত্মস্থ করেই তিনি কালো।

এই ধর্ম সম্মেলনের প্রধান বক্তা বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গবেষক আহমদ তৌফিক চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে 'একই ধর্ম যুগে যুগে কি ভাবে বিবর্তিত হয়েছে' তার ব্যাখ্যা করেন। জনাব চৌধুরী বিভিন্ন শাস্ত্র-উক্তি উদ্ধৃত করে তার সঙ্গে কুরআনের বাণীর সাদৃশ্য দেখিয়ে বলেন, ভাষার দুর্বোধ্যতা, দেশ-ভেদ, স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্তে লুপ্তপ্রায় সেই প্রকৃত মানব ধর্মকে পুনরায় পৃথিবীর নিকট উপস্থাপন করেছেন কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)।

'একই সনাতন ধর্ম যুগে যুগে' এই বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'সনাতন' কথার ব্যাখ্যা করেন : যা ছিল, যা আছে এবং যা থাকবে। এই প্রসঙ্গে খৃষ্ট ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ও আরো বহু ধর্মের যে নামকরণ করা হয়েছে তার ইতিহাস উল্লেখ করে বলেন, এই নামগুলো বহু পরে পরবর্তী কালে দেওয়া হয়েছে। এই নামগুলো কখনো কখনো তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের দেওয়া উদাহরণ স্বরূপ বলেন 'খৃষ্ট ধর্ম' নামটি খৃষ্ট বিরোধীরা দিয়েছিল। উপস্থিত রেভারেণ্ড মিষ্টার বাড়ুই তাঁর সমর্থন করেন। তিনি বলেন, কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত আহমদ (আঃ) সেই

সনাতন ধর্ম যা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও এনেছিলেন তা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন। তিনি বলেছেন, যুগে যুগে যত অবতার, যত নবী ছিলেন তাঁদের সবাইকে মানতে হবে, তাঁদেরকে শ্রদ্ধা করতে হবে। যদি একজন অবতারকে বাদ দেওয়া হয় তবে ধর্ম পূর্ণতা লাভ করবে না। জনাব চৌধুরী বলেন, এই মহান শিক্ষা আমরা উপেক্ষা করে সাম্প্রদায়িক ধর্মের জন্ম দিয়েছি। হিন্দুকে 'কাফির' মুসলমানকে 'যবন' বলে পূর্বে যে ঝগড়া চলছিল আমরা এখন তা একেবারে মুছে গেছে বলতে পারব না। অতঃপর মহামান্য বক্তা 'ভারত' শব্দের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'ভারত', এখানে ভা অর্থ 'জ্যোতিঃ এবং 'রত' অর্থ 'মগ্ন'। যে দেশে জ্যোতির চর্চা হয়েছে; যে দেশের মানুষ জ্যোতির্ময় ছিল। যে দেশে ঈশ্বরের বাণী অবতীর্ণ হয়েছিল, আদি নবী 'আদম' এদেশে এসেছিলেন। যে জায়গাটি বর্ণিত হয়েছে 'ইউ কালুলাহা দাহনা' অনেকে বলেন এই দাহানা শ্রীলঙ্কায়, সেটি যদি 'দাহানা' হয়ে থাকে; জানি না সেটা আজকের 'জাফনা' কিনা।

উপসংহারে চৌধুরী সাহেব যে শান্তির জন্য শান্তি নিকেতনের প্রতিষ্ঠা সেই শান্তিনিকেতন শব্দের উল্লেখ কুরআনে আছে বলে উল্লেখ করেন যেমন 'উদউ ইলা দারুস সালাম' 'শান্তিনিকেতনে এস।' বিশ্বে সেই শান্তি স্থাপনে সবাইকে চৌধুরী সাহেব আহ্বান জানান। অতঃপর সভাপতি ডক্টর এম, ওসমান গনি তাঁর ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে শান্তিই মানব জাতির একমাত্র কাম্য বলে ঘোষণা করেন। আর সেই শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও মানব জাতির মধ্যে সংহতি স্থাপনে পৃথিবীর একশত আটটি দেশে ইসলামের সকল দলের মধ্যে কেবল মাত্র আহমদী জামা'ত যে কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন ও সবাইকে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে আহ্বান জানান।

সভার কাজ আরম্ভ হয়েছিল কুরআনের মিলন বাণীতে ও উদ্যোক্তা জামা'তের প্রেসিডেন্ট সৈয়্যদ মুহাম্মাদ নূর আলমের উদ্বোধনী ভাষণে, তেমনি শেষ হয় বৃদ্ধ শ্রী খুদিরাম সেনের স্বরচিত মিলন-মন্ত্র কবিতা পাঠ ও নূর আলম সাহেবের সভায় যোগদানকারী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনে।

'আকাশ বাণী' থেকে জলসার দুদিন পূর্বের খবরে সম্মেলনের দিন ও স্থান ঘোষিত হয় এবং কলকাতার বিশেষ পত্রিকা—অমৃত বাজার, বর্তমান, আজকাল প্রভৃতিতে সম্মেলনের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

'দূরদর্শনে' পরদিন রাত্রি ৭ ঘটিকায় বোলপুর মিউনিসিপ্যালিটি হলে সর্ব ধর্ম সম্মেলনে বক্তৃতা রত জামা'তের প্রেসিডেন্ট' বিশ্ব-ভারতীর উপাচার্য ডক্টর নিমাই সাধন বসু, বাংলাদেশ থেকে আগত আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ও সম্মেলন সভাপতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টর এম, ওসমান গনি সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা সহ আলোক চিত্র পরিবেশিত হয়।

সংবাদদাতা—কাজী আব্দুর রশিদ

বিজ্ঞপ্তি

ইহা সকলের নিকট বিদিত যে, জামাতে মুয়াল্লিমের বিশেষ অভাব রহিয়াছে এবং বহু সক্ষম এবং শিক্ষিত আহমদী যুবক বেকার রহিয়াছে। জামাতে মুয়াল্লিমের অভাব পুরণার্থে এবং বেকারত্ব দূরিকরণার্থে হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে ইহা সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে এবং যাহা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার গত মজলিসে শুরার প্রাক্কালে মোহতারম জনাব নাযের সাহেব, ইসলাহ ও ইরশাদ, রাবওয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঢাকাতে ছয় মাসের জন্য একটি মুয়াল্লিম রিফ্রেশার্স কোর্সের আয়োজন করা হইবে। ত্রিশ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক যে সকল উৎসাহী আহমদী ইসলাম এবং আহমদীয়াতের খেদমত করিতে ইচ্ছুক এবং যাহারা কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পাশ করিয়াছেন এবং নাযেরা কুরআন পাঠ করিতে পারেন, তাহারা তাহাদের স্ব-স্ব জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের মাধ্যমে এই পরিকল্পনার জন্য নিয়োজিত প্রশাসক এর নিকট দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

যে সকল আহমদী কোন আঞ্জুমানের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এবং তাহাদের উপরোক্ত যোগ্যতা রহিয়াছে, তাহারাও নিকটবর্তী জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের মাধ্যমে দরখাস্ত করিতে পারেন।

দরখাস্তকারীকে ঢাকাতে একটি বাছাই কমিটির নিকট আবেদনপত্রসহ সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হইতে হইবে, যাহা ২০-৭-৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে।

উপরোক্ত কোর্সের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তির পর শিক্ষার্থীগণের উপযুক্ততা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত স্কেলে (দেশের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বেতনের স্কেল নির্ধারিত হইতেছে) বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি দেওয়া হইবে। নির্বাচিত প্রার্থীগণকে কোর্স চলাকালীন সময়ে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও কিছু পকেট খরচ দেওয়া হইবে।

সেমতে উৎসাহী আহমদীগণ যাহাদের উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী যথাযথ যোগ্যতা আছে তাহারা নিম্ন বর্ণিত বিবরণাদি দিয়া নির্ধারিত তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করিবেন।

ক) নাম
খ) পিতার নাম
গ) বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা
ঘ) ধর্মীয় জ্ঞানের বিবরণসহ যোগ্যতা
ঙ) বয়াতের তারিখ
চ) বর্তমান ঠিকানা
ছ) স্থায়ী ঠিকানা
জ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি।

ওয়াসসালাম

খাকসার—

শহীদুর রহমান
প্রশাসক, মুয়াল্লিম রিফ্রেশার্স কোর্স।

বিঃ দ্রঃ নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ যাহাতে সংগে সংগে ক্লাশে যোগদান করিতে পারেন সেই জন্য প্রস্তুতি নিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। উল্লেখ্য যে, সাক্ষাৎকারের জন্য আঞ্জুমান কোন প্রকার রাহা খরচ বহন করিবে না।

দো'আর এলান

গত ২৯/৫/৮৭ রোজ শুক্রবার জুম্'আর নামাযের পর পুরুলিয়া জামা'তের উপস্থিত সকল আহ্‌মদীগণ মসজিদের সামনে বসিয়া হুযূরের খোৎবার ক্যাসেট শুনিতে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল বেশ কিছু লোক 'কাদিয়ানীদিগকে হত্যা কর, তাহাদিগকে উৎখাত কর' শ্লোগান দিয়া আসিতেছে। তাহাদের হাতে লাঠি, ছোরা, সাইকেলের চেইন ও অন্যান্য অস্ত্র ছিল। আমরা উপায় না দেখিয়া পার্শ্বে প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাড়ীতে আশ্রয় নেই। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল প্রায় ২০০/২৫০ লোক আমাদের চারিদিকে ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছে। খাকসার প্রথমে বাড়ীর ভিতর হইতে তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করে কিন্তু কোন কথা না শুনিয়া তাহারা খাকসারকে ধরিয়া নিয়া যায়। পরে আরও তিন জন আহ্‌মদী ভাইকে ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ধরিয়া নিয়া আমাদের ৪ জনকে বিভিন্নভাবে মারধর করিতে করিতে প্রায় দুই মাইল পর্যন্ত নিয়া যায়। খাকসার এবং আরও দুইজনকে এম্বুলেন্স যোগে নাটোর হাসপাতালে পাঠানো হয়। আর একজনকে পরে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অতি আনন্দের সাথে আরও জানাইতেছি যে, গত ২৯/৫/৮৭ তারিখ হইতে পুরুলিয়া জামা'তে কঠিন মোখালেফাতের পর হইতে খোদার ফযলে এই পর্যন্ত আরও ১০ জন ভ্রাতা বয়াত গ্রহণ করিয়াছেন। বয়াত লইয়াছে খাকসার।

অতএব জামা'আতের বন্ধুগণের নিকট নির্যাতিত ভাইদের সুস্বাস্থ্য ও নূতন বয়াতকারীগণের জন্য এবং পুরুলিয়া জামা'ত ও এই জামা'তের সকল ভাই-বোনের জন্য খাসভাবে দো'আর আবেদন জানাইতেছি।

আল্লাহতা'লা আমাদের সকলের হাফেয ও নাসের হউন, আমীন।

খাকসার,
হোসেন আহমদ, মুয়াল্লিম
পুরুলিয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
নাটোর, রাজশাহী

সন্তান তওল্লাদ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহমদী পাড়া নিবাসী জনাব ওয়াহিদুর রহমান পিতা জনাব শহীদুর রহমান সাহেবের প্রথম কন্যা সন্তান বিগত ৩রা জুলাই, ১৯৭৮ইং রোজ শনিবার ভোরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। নবজাত সন্তান ও তাহার মাতা সুস্থ আছে। তাহাদের সুস্বাস্থ্য ও মেয়ে যাহাতে দীনের খাদেমা হইতে পারে তজ্জন্য খাসভাবে দো'আর আবেদন জানাইতেছি।

খাকসার—শহীদুর রহমান

15th July 1987 আহ্‌মদী রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫
সম্পাদকঃ এ, এইচ, মোহাম্মদ আলী আনওয়ার

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya. 4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.